পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহমদী

মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

সম্পাদক:— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৩শ বর্ষ : ১৪ শ সংখ্যা।

১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৩৮৬ বাংলা : ৩০শে নভেম্বর, ১৯৭৯ ইং : ৯ই মহররম ১৪০০ হিঃ

বার্ষিক চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত ১৫'০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : [illegible] পাউণ্ড

"হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ বর্ষ সংখ্যা"

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী — ৩০শে নভেম্বর ১৯৭৯ ইং — ৩৩শ বর্ষ ১৪ শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
* তফসীরুল-কুরআন : 'সূরা-আল কাফেরুন'	মুল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মৌঃ আব্দুল আজিজ সাদেক	১
* হাদীস শরীফ : 'পুণ্যের বিভিন্ন পথ'	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৫
* অমৃতবাণী : "ইমাম মাহ্‌দী হিঃ ১৪ শতাব্দীর প্রারম্ভেই আবির্ভূত"	হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মওউদ (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৭
* আনসারুল্লাহর কেন্দ্রীয় ইজতেমায় উদ্বোধনী ও সমাপ্তি ভাষণ :	হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৯
* আতফালের কেন্দ্রীয় ইজতেমায় হুজুরের ভাষণ :	হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	১৭
* সংবাদ :		১৯
তাহ্‌রীকে জদীদের নব বর্ষের ঘোষণা	হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)	২০
লাজনা ইমাউল্লার বিশেষ বিজ্ঞপ্তি		২১
বাংলাদেশ আনসারুল্লাহ্ বার্ষিক ইজতেমা		২২
তবলিগী কর্মতৎপরতা		২৪
তেজগাঁ খোদ্দামের বার্ষিক ইজতেমা		২৪
* ইমাম মহদী (আঃ)-এর আবির্ভাব এবং চতুর্দশ শতাব্দীর গুরুত্ব	—মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	২৫

'আল্লাহর রজ্জুকে জমাতবদ্ধভাবে আকড়াইয়া ধর এবং বিভেদ সৃষ্টি করিও না"— আল-কুরআন

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহমদী

নব পর্যায়ের ৩৩ বর্ষ : ১৪শ সংখ্যা

৯ই অগ্রহায়ণ, ১৩৮৬ বাংলা : ৩০শে নভেম্বর, ১৯৭৯ইং : ৩০শে নবুওত ১৩৫৮ হিজরী শামসী

'তফসীরুল কুরআন'—

সূরা আল-কাফেরূন

(হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর 'তফসীরে কবীর' হইতে সূরা আল-কাফেরূনের তফসীরের অনুবাদ। —**মৌঃ আবদুল আজিজ সাদেক, সদর মুরুব্বী।**

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

তৃতীয় প্রশ্ন এই উত্থাপন হয় যে এই প্রশ্নের উত্তরে কি একটি গোটা সূরা অবতীর্ণ হইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরও ইহাই যে, কখনও নহে। ইহার কারণ এই যে, যদি আমরা এই সব প্রশ্নের উত্তরে উক্ত সূরাটি অবতারিত বলিয়া মানিয়া লই তাহা হইলে সূরাটির কোন গুরুত্বই থাকে না। এমতাবস্থায় এই সূরার কেবল এই টুকু বিষয় বস্তু হইবে যে, হে কাফেরগণ! আমি তোমাদের মূর্তিগুলির এবাদত করি না এবং তোমরা আমার মা'বুদের এবাদত কর না। তোমাদের ধর্ম তোমাদের সঙ্গে, আমার ধর্ম আমার সঙ্গে। কুরআনের মত গুরুত্বপূর্ণ কিতাবের একটি সূরাকে শুধু এতটুকু বিষয় বস্তু পর্যন্ত, যাহা সকল মারেফত, সূক্ষ্ম তত্ত্ব এবং আধ্যাত্মিক বিষয় শূন্য, সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া অতীব সংকীর্ণ দৃষ্টি ভঙ্গির পরিচায়ক হইবে। বস্তুতঃ কুরআন করীমের কোন সূরাই এমন নয় যাহা সূক্ষ্ম ও ব্যাপক তত্ত্ব শূন্য; কিন্তু উক্ত রেওয়ায়েত গুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মযমুনটি খেলো এবং অতীব সীমাবদ্ধ প্রতীয়মান হয়। ইহা সংক্ষেপে বলিলে এইরূপে বলিতে হইবে, যাও, তোমরা আমার কথা শুন নাই, আমিও তোমাদের কথা শুনিব না। কুরআন শরীফের কোন আয়াত ও কোন সূরা এইরূপ দেখা যায়না যাহাতে উক্তরূপ মযমুন প্রকাশ পায়। উহার এক একটি শব্দ হইতে সূক্ষ্ম মারেফতের ধারা প্রবাহমান। সুতরাং এই সকল

রেওয়ায়েত যেরূপভাবে এই সুরার বিষয় বস্তুকে সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ করিয়া দিতেছে। ইহার প্রতি লক্ষ্য করিলেও আমরা বলিতে পারি যে এই রেওয়ায়েত গুলির মধ্যে উল্লেখিত প্রশ্নসমূহের উত্তরে কোন সুরা নাযেল হইতে পারে না বরং যদি এই সুরাটিকে এই সব প্রশ্নের উত্তরে বুঝিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে এই সুরার ব্যাপক অর্থ সম্পূর্ণরূপে পর্দায় ঢাকা পড়ে। এই কারণেই আমি এই ধারণাকে বিস্তারিতভাবে খণ্ডন করিতেছি, নচেৎ ইহার পিছনে পড়ার কোন প্রয়োজন ছিল না।

এখন আমি সর্ব প্রথম রেওয়ায়েতটি লইতেছি যাহার আলোচনা পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, যাহা ইবনে জরীর হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে দুইটি কথা এক সঙ্গে ব্যক্ত হইয়াছে। প্রথম কথাটি হইল, তাহারা বলিল, আমরা আপনাকে এত সম্পদ দিব যাহাতে আপনি মাক্কার সব চাইতে অধিক সম্পদশালী ব্যক্তি হইয়া যাইবেন, যে মহিলাকে আপনি পছন্দ করিবেন তাহার সঙ্গে আপনার বিবাহ করাইয়া দিব। ইহার বিনিময়ে আপনি আমাদের মা'বুদগুলিকে গালাগালি করা হইতে বিরত থাকিবেন। যদি আপনি আমাদের এই কথা মানিতে প্রস্তুত নহেন তাহা হইলে আমাদের বক্তব্য হইল, এক বৎসর আমরা আপনার মা'বুদের এবাদত করিব এবং পরের বৎসর আপনি আমাদের মা'বুদগুলির এবাদত করিবেন।

এই রেওয়াতের প্রথমাংশ ঐতিহাসিকভাবে অনেকগুলি রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত; কিন্তু ইহাতে এই কথা বলা হইয়াছে যে এই পয়গাম শুনিয়া তৎক্ষণাৎ নবী করিম (সাঃ) উত্তরে বসিলেন, "যদি সূর্যকে আনিয়া আমার ডান হাতে দাও এবং চন্দ্রকে আমার বামহাতে দাও তথাপি আমি একক খোদার উপসনা ছাড়িব না। এরূপ উত্তর বিদ্যমান থাকার পর উল্লেখিত হাদীসের এই বাক্যটি কত অযৌক্তিক ও অবান্তর বলিয়া মনে হইতেছে যে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি আমার রবের উত্তর পাওয়ার পর উত্তর দিব।" অন্যান্য সকল হাদীস এবং ইতিহাস এই কথায় একমত যে, নবীকরীম (সাঃ) উক্ত প্রস্তাব শুন মাত্রই বলিয়াছিলেন আমি, "ইহা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহি, কাফেরগণ যাহা ইচ্ছা তাহাই করুক, আমি কখনও একক খোদার এবাদত বর্জন করিতে পারি না।" যে ব্যক্তি এইরূপ উত্তর দিয়া থাকেন, তিনি কি সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিতে পারেন যে, "অপেক্ষা কর, আমি আসল উত্তর খোদাতা'লার আদেশ পাওয়ার পর দিব।" সুতরাং অন্যান্য হাদীস এবং ইতিহাসের আলোতে উক্ত হাদীসের এই অংশটি সম্পূর্ণরূপে ভুল এবং অসঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে।

স্বয়ং এই হাদীসের মযমুন সম্বন্ধেও অনেক মতভেদ আছে, কোন কোন রাবী এইরূপ মযমুনের হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু এই অংশকে বাদ দিয়াছেন যে "খোদাতায়ালার উত্তর আসিলে আমি উত্তর দিব।" যেমন আল্লামা যমখশরী হাদীসটি এই শব্দে বর্ণনা করিয়াছেন, "কিছু সংখ্যক কোরাইশ নবী করীম (সাঃ)-কে বলিল, হে মোহাম্মদ (সাঃ)! আসুন আপনি আমাদের মা'বুদের এবাদত করুন, আমরা আপনার মা'বুদের এবাদত করিব। এক বৎসর আপনি আমাদের মা'বুদের এবাদত করিবেন, পরের বৎসর আমরা আপনার মাবুদের এবাদত করিব।" ইহাতে নবী করীম সাঃ বলিলেন, কাহাকেও আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা হইতে আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি .....শেঃ পঃ। এই রেওয়াত হইতে বুঝা গেল

যে নবী করীম সাঃ ইহা বলার পরিতে যে অপেক্ষা কর, আমি দেখি আমার খোদাতায়ালা এই প্রশ্নের কি উত্তর দেন" ঈমানের আত্মমর্যাদা অনুযায়ী তৎক্ষণাৎ এই উত্তর দিলেন খোদার আশ্রয় চাইতেছি; আমি এইরূপ গুণাহকিরূপে করিতে পারি?

এই হাদীসটি কাশশাফ অনুযায়ী আল্লামা আলুসী স্বীয় তফসীর রুহুল মা'আনীতে এবং মৌলানা শেখ ইসমাইল ব্রূসবী স্বীয় তফসীর রুহুল বায়ানে উল্লেখ করিয়াছেন। আল্লামা ইবনে হায়্যান স্বীয় তফসীর বাহরে মুহীতে যদিও হাদীসের শব্দগুলির মধ্যে معاذ الله শব্দগুলি অবশ্য লিখেন নাই কিন্তু "অপেক্ষা কর" খোদার আদেশ আসুক, অংশ টুকু উল্লেখ করেন নাই। প্রকৃতপক্ষে ইহাই হইতেছে আপত্তি জনক অংশ। বস্তুত তিনি এই শব্দগুলি বাদ দিয়া উহা অশুদ্ধ ও ভ্রান্ত হওয়ার তসদিক করিয়াছেন। ইমাম ইবনে কাসিরও নিজ তফসীরে কোথায়ও উক্ত অংশটির উল্লেখ করেন নাই। হাদীস সম্পর্কে স্মরণ রাখা উচিত যে উক্ত ইমাম হইতেছেন ঐ সকল মুহাদ্দেসের শেরা ও প্রধান যাহারা তফসীর সম্পর্কে হাদীস সংকলন করিয়া থাকেন কারণ তিনি সদা নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত বর্ণনা করার চেষ্টা করিতেন। আল্লামা কুরতোবীও যিনি একজন বড় ফকীহ হইয়াছেন, উক্ত অংশ উল্লেখ করেন নাই।

শীর্ষস্থানীয় মুফাসসেরীনের মধ্যে (যাহারা কেবল হাদীসই, যাহা যে কোন স্তরেরই হউক না কেন, সংকলন করার চেষ্টা করেন না বরং তাহারা বিবেকও প্রয়োগ করিয়া থাকেন) রাযী এমন এক মুফাসসের ছিলেন যিনি এই ময়মুমকে কেবল নকল করেন নাই বরং লবন-মরিচ লাগাইয়া উহাকে বেশ রসালও করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এই আয়াতে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, জাতি তোমার নিকট আসিল এবং তোমাকে প্রলোভন দিল যে তাহারা তোমার অনুসরণ করিবে; অতএব তুমিও তাহাদের অনুসরণ কর; ইহাতে তুমি অস্বীকার কর নাই এবং তাহাদের প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান কর নাই; অথচ ইতিপূর্বে আমি তোমার সংঙ্গে কতই না সৎব্যবহার করিয়াছিলাম। نعوذ بالله من هذه الخرافات (আমর এই সকল অবান্তর বিষয় হইতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি)।

যাহাই হউক, রাযী ছাড়া বাকী সকল শীর্ষস্থানীয় মুফাসসের যাহারা নকলের সঙ্গে বুদ্ধিও প্রয়োগ করা বৈধ ও সঙ্গত মনে করেন, হয় তাহারা উক্ত রেওয়ায়েতগুলির বিপরীত রেওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন (অবশ্য দুঃখের বিষয় যে তাহারা হাদীসের রাবীদের উল্লেখ করেন নাই) অথবা তাহারা রেওয়ায়েতের আপত্তিজনক অংশকে বাদ দিয়া নিজেদের অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে তাহারা উহাকে ত্রুটিপূর্ণ ও ভ্রান্ত মনে করেন। সুতরাং এই সব বিষয়ের উপর চিন্তা করিলে ইহা সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে এই সব হাদিসের আপত্তিজনক অংশের বিপরীত অন্যান্য আরও রেওয়ায়েত বিদ্যমান রহিয়াছে এবং ইতিহাসও পরা পরাগতভাবে ঐ হাদিসগুলির আপত্তিজনক অংশকে প্রত্যাখ্যান করিয়া আসিতেছে। তবে ইতিহাস অবশ্যই ইহার সমর্থন করিতেছে যে কাফেরগণ একদা নিজেদের নির্বুদ্ধিতার বশবর্তী হইয়া নবী করীম সাঃ -এর সম্মুখে এই প্রস্তাবটি তুলিয়া ধরিয়াছে যে যদি তিনি তাহাদের মা'বুদের ব্যাপারে কিছুটা নম্র ব্যবহার করেন তাহা হইলে তাহারা তাঁহাকে নিজেদের সরদার

বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত রহিয়াছে ; কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ উহাকে কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন ; অতএব যখন ব্যাপার এইরূপই, তখন বিষয়টি স্পষ্টই বুঝা গেল, যে আলোচ্য সুরাটি উক্ত প্রশ্নের উত্তরে অবতীর্ণ হয় নাই বরং ইহার মযমুন উক্ত প্রশ্ন হইতে সতন্ত্র ও উর্ধ্বে। অবশ্য এস্থলে শব্দগুলির বিন্যাস এইরূপ যে একজন অনভিজ্ঞ ব্যক্তির ভুল হইতে পারে যে সম্ভবতঃ উক্ত প্রশ্নের সঙ্গে এই মযমুনের সম্পর্ক আছে।

(খ) কিছু সংখ্যক লোক এই সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন যে এই সুরার প্রারম্ভে যেহেতু قل আসিয়াছে ইহাতে বুঝা গেল যে সুরাটি কোন একটি প্রশ্নের উত্তরে নাযেল হইয়াছে। কিন্তু যদি ইহা সঠিক হইয়া থাকে তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে যে সুরাতুল-ফলক এবং সুরাতুননাস কোন প্রশ্নের উত্তরে নাযেল হইয়াছিল ? এই সকল মুফাসসের এই সুরাগুলির ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরব রহিয়াছেন এবং কোন প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করেন নাই।

প্রকৃত বিষয় হইল এই যে قل শব্দটি ঘোষণা করার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে, অর্থাৎ এই সুরার বিষয় বস্তুর বেশী বেশীঃ ঘোষণা করতে চলিয়া যাও। অবশ্য সকল সুরার মযমুনই ঘোষণার উপযুক্ত, আল্লাহ্‌তায়ালা কুরআনেই ইরশাদ করিয়াছেন :

(মায়েদা : ৬৭) يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك —হে রসুল ! যে বাণী তোমার উপর নাযেল হইয়াছে উহা সম্পূর্ণরূপে লোকের নিকট পৌঁছাইয়া দাও। সুতরাং কুরআনের কোন অংশই গোপন রাখার মত নহে। কিন্তু যেহেতু কোন কোন মযমুন সময় বিশেষ অধিক প্রচারের প্রয়োজন হয় এইজন্য উহার প্রতি বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য قل শব্দ ব্যবহার হয় যেমন কুরআন করীমের পাঁচটি সুরা এমন আছে যাহার প্রারম্ভে قل শব্দ আসিয়াছে যাহার মর্ম এই যে উহার মযমুনগুলি ভালরূপে প্রচার কর। সুরাগুলি হইতেছে : এই সুরাতুল জ্বিন, সুরাতুল কাফেরুন, সুরাতুল ইখলাস সুরাতুল ফালাক এবং সুরাতুন নাস। উক্ত সুরাগুলি ছাড়াও কম বেশী তিন শত ছয়টি আয়াতের পূর্বে এই শব্দটি (قل) আসিয়াছে। যেখানেই ইহা আসিয়াছে সেখানে পরবর্তী মযনূনের গুরুত্ব ব্যক্ত করার জন্য আসিয়াছে। এই সকল আয়াত ও সুরার প্রতি সরাসরি ও সামগ্রিকভাবে দৃষ্টিপাত করিলে এক সুক্ষ্ম মযমুন পরিলক্ষিত হয় ; কিন্তু তফসীর এইরূপ মযমুনসমূহ বর্ণনা করিবার স্থান নহে। এস্থলে এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে قل শব্দটি পরবর্তী মযমুনের গুরুত্ব ও উহাকে পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করার আদেশ বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে ; কোন প্রশ্নের উত্তরের প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য নহে।

কুরআন করীমের শেষ তিনটি সুরার প্রারম্ভে উক্ত শব্দটির ব্যবহারও ইহাই ব্যক্ত করিতেছে যে যেহেতু কুরআন করীম শেষ হইতেছিল এইজন্য উহার শেষাংশে সংক্ষিপ্ত সারমর্ম পেশ করিয়া দেওয়া হইল এবং এই সুরাগুলির মযমুন প্রচার করার জন্য বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইল যেন লোক সারমর্মের মাধ্যমে সকল বিষয় সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ভাবে অবগত হইতে পারে।

(ক্রমশঃ)

হাদিস শরীফ

পুণ্যের বিভিন্ন পথ ও সৎ-কর্ম এবং পণ্যার্জনে প্রতিযোগিতা, নেক কাজের আগ্রহ এবং যথাসাধ্য পালন।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৩৯৯। হযরত আবু যার রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন যে কতিপয় ব্যক্তি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট আসিয়া নিবেদন করিল: ধনীরা সারা সাওয়াব লইয়া গেল। তাহারাও নামায পড়ে, যেমন আমরা পড়ি; রোযা রাখে যেমন আমরা রোযা রাখি। তারপর, আবার তাহাদের অতিরিক্ত মাল হইতে আল্লাহ্তায়ালার পথে ব্যয় করে।" তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন: "আল্লাহ্তায়ালা কি তোমাদিগকে মাল দেন নাই, যাহা তোমারা সদকাহ্ রূপে ব্যয় করিতে পার? স্মরণ রাখিবে: প্রত্যেক 'তাসবীহ' সদকাহ্ এবং 'আল্-হামদুলিল্লাহ্' (সম্যক প্রশংসা আল্লাহর) বলা সদকাহ্, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলা সাদকাহ্, নেকীর হুকুম দেওয়া সাদকাহ্, অন্যায়ের প্রতিরোধ সাদকাহ্, দাম্পত্য কর্তব্য পালনও সাদকাহ্।" লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল: "হে রাসুলুল্লাহ্, কাম চরিতার্থ করায় ও কি সাওয়াব পাওয়া যায়?" তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন: "তোমরা কি দেখ না যে, কেহ হারামকারী (কুকার্য) করিলে ত তাহার গোনাহ্ হইবে; সেইরূপ যদি সে আল্লাহ্তায়ালার প্রীতি, তাঁহার সন্তুষ্টি লাভের জন্য হালাল ও বৈধ পথ অবলম্বন করে, তবে সে সাওয়াবও পাইবে।" ['মুসলিম,' কিতাবুয্-যাকাত,' 'বাবু বয়ানিম-মিনাল্ মায়ারিফ ; ১-২ : ৪০৬ পৃঃ]

৪০০। হযরত বারা বিন আযেব রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা বলেন: "আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদিগকে সাত বিষয়ের আদেশ দিয়াছেন, এবং সাত বিষেয়ে নিষেধ করিয়াছেন। হুকুম দিয়াছেন, রোগীকে যাইয়া দেখার, জানাজায় শামিল হওয়ার, হাঁচি দাতার প্রত্যুত্তর, কসমকারীর কসম পুরা করায় সাহয্য, মজলুম (অত্যাচারিত) ব্যক্তিকে সাহায্য করার এবং 'সালাম' প্রচলিত রাখার।

তিনি (সাঃ) আমাদিগকে নিষেধ করিয়াছেন: স্বর্ণ আংটি পরিতে, চাঁদির পাত্রে পান করিতে, লোহিত ও রেশমী তোষকে বসিতে (অর্থাৎ জরির রিকাব তৈরী ও রেশমী ফরশ বিছানো) কেস্সি নামক কাপড় (যাহা রেশম ও সুত মিশ্রনে তৈরী হয়) পরিতে, 'আৎলাস ও দিবাজ (অর্থাৎ খাঁটি রেশম) পরিধান করিতে।" ['বুখারী,' 'বাবু ইফশাইস-সালাম ; ২ : ৯২১ পৃঃ]

৪০১। হযরত আবু হুরাইরাহ্ রাযিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "এক মুসলমানের অন্য মুসলমানের উপর পাঁচটি 'হক' আছে। (১) সালামের জবাব দেওয়া, (২) অসুস্থ হইলে তাহাকে দেখাশুনা করা, (৪) তাহার নেমন্তণ কবুল করা (৫) যদি সে হাঁচিয়া 'আলহামদু-লিল্লাহ' বলে, তবে তাহার হাঁচির প্রত্যুত্তর (অর্থাৎ 'ইয়ার্হামুকাল্লাহ—'আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া করুন' বলিয়া) দোওয়া দেওয়া।" ['বুখারী ; কিতাবুল ইস্তেযান ; বাবু ইফ্শাইস সালাম ; ২ : ৯২১, ৯১৯পৃঃ]

৪০২। হযরত আবু সায়ীদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খেদমতে এক ব্যক্তি আসিয়া নিবেদন করিল : "হে রাসুলুল্লাহ, আমাকে কোনো উপদেশ দিন। তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন : "আল্লাহতায়ালার 'তাকওয়া' অবলম্বন করিবে। কারণ, ইহা সব মঙ্গলের মূল। আল্লহ্তায়ালার পথে জিহাদ করিবে। কারণ, ইহা মুসলমাননের সন্যাস ব্রত। আল্লাহতায়ালার যিকির করিবে, তাঁহাকে স্মরণ করিবে। কারণ, ইহা তোমার জন্য আলো ও 'নুর'।

৪০৩। হযরত আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, এক ব্যক্তি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট আসিয়া বলিল : "হে আল্লাহর রাসুল (সাঃ), সাওয়াবের দিক হইতে সব চেয়ে বড় সাদকাহ্ কি?" তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন : 'সর্বাপেক্ষা বড় সাদকাহ্ এই যে, তুমি এরূপ অবস্থায় সাদকাহ্ করিবে যে, তুমি সুস্থ থাক, মালের প্রয়োজন থাকে, উহার লোভও রাখ, দারিদ্রের ভয় কর, সচ্ছলতা চাহ, সাদকাহ্ ও খইরাত করিতে এত বিলম্ব না কর যেন, এমন না হয় যে, যখন তুমি ওষ্ঠাগত প্রাণ তখন তুমি বল যে, অমুককে এত এবং অমুককে এত দাও ; অথচ উহা (মাল) তখন তোমার রহে নাই, উহা ত অমুকেরই হইয়া গিয়াছে (অর্থাৎ, অন্তিমকাল উপস্থিত, তখন আর কোনো ইখতিয়ার—অধিকার নাই)।" ['বুখারী; 'কিতাবুষ্ ১ : ১৯১ পৃঃ]

আল্লাহ্র পথে ব্যায় ('ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ' বা বদান্যতা) এবং সাদকাহ্র মর্যাদা।

৪০৪। হযরত আবু হুরাইরাহ্ রাযিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "প্রত্যহ দুই ফেরেশতা অবতরণ করেন। তাঁহাদের একজন বলেন : "হে আল্লাহ্, বদান্যকে দানের ফল আরো দাও এবং তাহার পদাঙ্কানুসারী আরো সৃষ্টি কর। অন্য ফেরেশতাটি বলে : 'হে আল্লাহ্, ব্যয়কুণ্ঠ কৃপনকে ধ্বংস কর। তাহার ধন-সম্পত্তি বরবাদ কর।" ['বুখারী; 'কিতাবুষ্ যাকাত; 'বাবু কাউলিল্লাহ : 'ফা-আম্মা মান আতা ওয়াত্তাকা ও সাদ্দকা বিল হুস্না" ('সুরাহ্ আল-লাইল, আয়াত ৬) ১:১৯৪ পৃঃ]

৪০৫। হযরত খুরাইম বিন্ ফাতিক রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "যে ব্যক্তি আল্লাহ্তায়ালার পথে কিছু ব্যয় করে উহার পরিবর্তে সে এক শত গুণ সাওয়াব পায়।" ['তিরমিযি; 'বাবু ফাযলিন্ নাফাকাতে ফি সাবিলিল্লাহ, ১ : ১৯৬ পৃঃ]

(ক্রমশঃ)

('হাদিকাতুস সালেহীন' গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ)

—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর

অমৃত বানী

চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই প্রতিশ্রুত মাহদী আবির্ভূত
আকাশ অথবা ভূ-গর্ভস্থ কোন গুহা হইতে আর কেহই আসিবে না

"আমি এখন শুধুমাত্র আল্লাহ্‌তায়ালার উদ্দেশ্যে এই জরুরী বিষয়ে অবগত করাইতে চাই যে, আমাকে খোদাতায়ালা এই চতুর্দশ শতাব্দীর (১৩০৬ হিঃ—অনুবাদক) শিরভাগে তাঁহারই পক্ষ হইতে প্রত্যাদিষ্ট করিয়া তাঁহার চিরস্থায়ী দ্বীন-ইসলামের পুনরুজ্জীবন ও সাহায্যার্থে প্রেরণ করিয়াছেন, যাহাতে আমি এই বিপদসঙ্কুল যুগে পবিত্র কুরআনের সৌন্দর্য সমূহ এবং হযরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের উচ্চ-মর্যাদা ও মহিমা প্রকাশ করি এবং ইসলামের উপর শত্রুগণ যে সব আক্রমণ করিতেছে, তাহা প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌তায়ালা আমাকে যে সকল স্বর্গীয় আলো, কল্যাণ ও অলৌকিক নিদর্শনাবলী এবং স্বীয় পক্ষ হইতে অপার্থিব জ্ঞান দান করিয়াছেন তদ্বারা সকলকে নিরুত্তর করি।.....

আমি প্রত্যেক মুসলমানের উদ্দেশ্যে উপদেশ স্বরূপ বলিতেছি যে, ইসলামের জন্য জাগ্রত হউন, কেননা ইসলাম মহা বিপদ-গ্রস্ত। ইহার সাহায্য করুন, কেননা ইহা হীণবল ও রিক্তহস্ত। আমি এ উদ্দেশ্যেই আসিয়াছি এবং আমাকে খোদাতায়ালা কুরআন শরীফের বিশেষ জ্ঞান দিয়াছেন, উহার অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ ও সূক্ষ্ম-তত্বাবলী আমার নিকট সুপ্রকাশিত করিয়াছেন এবং উহার অলৌকিক-ক্রিয়া ও নিদর্শনাবলী দান করিয়াছেন। সুতরাং আমার দিকে ধাবিত হউন, যাহাতে উক্ত নেয়ামত হইতে আপনারা অংশ লাভ করিতে পারেন। যে মহান সত্তার মুষ্ঠির মধ্যে আমার প্রাণ বেষ্টিত রহিয়াছে তাঁহারই শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমি খোদাতায়ালার তরফ হইতে প্রেরিত হইয়াছি। ইহা কি জরুরী ছিল না যে, এরূপ মহাবিপদ সঙ্কুল শতাব্দীর শিরভাগে (সূচনায়) যখন ইসলামের বিপদাবলী অতি প্রকট ও দৃশ্যমান, তখন আল্লাহর কোন প্রত্যাদিষ্ট সংস্কারক (মুজাদ্দিদ) সুস্পষ্ট দাবী সহকারে আগমন করিতেন? সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে আমার কার্যাবলীর দ্বারা আপনারা আমাকে সনাক্ত করিবেন। আল্লাহ্‌র তরফ হইতে যে ব্যক্তিই আসিয়াছেন, সমসাময়িক উলেমার নির্বুদ্ধিতা ও হঠকারিতা সদা তাঁহার পথে বাধ সাজিয়াছে। পরিশেষে যখনই তিনি পরিচিত হইয়াছেন, তাঁহার কার্যাবলির দ্বারাই হইয়াছেন। কেননা কোন কুবৃক্ষ সুস্বাদু ফল আনয়ন করিতে পারে না এবং খোদাতায়ালা অপরকে তাঁহার সেই সকল বরকত ও কল্যাণ দান করেন না যাহা তাঁহার বিশিষ্ট আপনজনকেই দান করিয়া থাকেন। হে জনগণ! ইসলাম অত্যন্ত ক্ষীণবল হইয়া পড়িয়াছে এবং দ্বীনের শত্রুগণ চতুর্দিক হইতে উহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। তিন সহস্রাধিক আপত্তিও ইসলামের বিরুদ্ধে উত্থাপিত হইয়াছে। এরূপ সময়ে পরম সহানুভূতির সহিত নিজেদের ঈমান

প্রদর্শন করুন এবং খোদাতায়ালার বীরপুরুষদের মধ্যে পরিগণিত হউন। ওয়াস্‌ সালামু আলা মানেত্‌ তাবায়াল হুদা।" ('বরকাতুদ্‌ দোয়া পৃঃ ২৪—৩৭ সন ১৮৯৩ ইং)

"এই জামানার মুজাদ্দিদের 'প্রতিশ্রুত (মওউদ) মসীহ" নামে কুরআন ও হাদিসে) আখ্যায়িত' হওয়া এই তাৎপর্য বহণ করে বলিয়াই প্রতীয়মান হয় যে, এই মুজাদ্দিদের প্রধান ও মহান কাজ হইবে খ্রীষ্টিয় ধর্মের শক্তি ও প্রাধান্যকে ভঙ্গ করা, উহার আক্রমণ সমূহ প্রতিহত করা, উহার কুরআন বিরুদ্ধ দর্শনকে শক্তিশালী যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা ভঞ্জন করা এবং তাহাদের উপর ইসলামের যুক্তিকে পরিপূর্ণরূপে কায়েম কর। কেননা এই জামানায় ইসলামের জন্য সব চেয়ে বড় বিপদ যাহা আল্লাহ্‌তায়ালার সাহায্য ব্যতিরেকে অপসারিত হইতে পারে না তাহা হইল ইসলামের উপর খ্রীষ্টানদের দার্শনিক আক্রমণ এবং ধর্মীয় কূট আপত্তি সমূহ, যেগুলির উচ্ছেদ ও খণ্ডন করার জন্য খোদাতায়ালার পক্ষ হইতে কাহারো আগমণ জরুরী ছিল।"

(আইনায়ে কামালাতে ইসলাম, পৃঃ ৩৪১, সন ১৮৯৩ ইং)

"আকাশ হইতে প্রতিশ্রুত মসিহ্‌র অবতরণ শুধু একটি মিথ্যা ধারণা। স্মরন রাখিবে, কেহই আকাশ হইতে অবতরণ করিবে না। আমাদের যত সব বিরুদ্ধবাদী এখন জীবিত আছেন, তাহারা সকলই পরলোক গমন করিবেন এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহই মরিয়ম পুত্র ঈসা (আঃ)-কে আকাশ হইতে নামিতে দেখিবেন না। তারপর তাঁহাদের সন্তানগণের মধ্যে যাহারা বাঁচিয়া থাকিবে, তাঁহারাও মরিবে এবং তাহাদেরও কোন ব্যক্তি মরিয়ম পুত্র ঈসা (আঃ)-কে আকাশ হইতে অবতরণ করিতে দেখিবে না। তারপর তাহার সন্তানেরাও মরিবে। তাহারাও মরিয়ম পুত্রকে আকাশ হইতে নামিতে দেখিবে না। তখন তাহাদের হৃদয়ে চাঞ্চল্যের সঞ্চার হইবে—'ক্রুশের প্রাধান্যের সময়ও উত্তীর্ণ হইয়াছে,—বিশ্ব-পরিস্থিতির রূপান্তর ঘটিয়াছে, কিন্তু মরিয়ম পুত্র ঈসা (আঃ) আজও আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইলেন না?' তখন বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ সমবেতভাবে এই বিশ্বাসের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িবেন এবং আজিকার দিন হইতে তৃতীয় শতাব্দী পার হইবে না, যখন ঈসা নবী (আঃ)-এর অপেক্ষারত কি মুসলমান কি খ্রীষ্টান, সম্পূর্ণ নিরাশ ও হতাস হইয়া (আকাশ হইতে অবতরণের) এই মিথ্যা বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করিবে এবং পৃথিবীতে তখন একই ধর্ম (ইসলাম) ও একই ধর্ম-নেতা (সাঃ) হইবেন। আমি কেবল বীজ বপন করিতে আসিয়াছি। অতএব, আমার দ্বারা বীজ বপিত হইয়াছে, এখন ইহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে এবং ফল-ফুলে সুশোভিত হইবে। কেহ ইহাকে রোধ করিতে সক্ষম হইবে না।"

('তাযকেরাতুশ-শাহাদাতাইন,' পৃঃ ৬৫, সন ১৯০৩ইং)

"কিয়ামতকাল পর্যন্ত ঐরূপ কোন মাহ্‌দীও আসিবে না......এবং এরূপ কোন মসীহ্‌ও আসিবে না যে আকাশ হইতে অবতীর্ণ হয়। এমনতর উভয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ আশা ছাড়িয়া দিন। এ সবই আক্ষেপপূর্ণ অলীক নিরাশা, যেগুলি এযুগের ঐ সকল মানুষকে কবরে লইয়া যাইবে। কোন মসীহ্‌ও অবতীর্ণ হইবেন না এবং কোন খুনী (রক্তপাতকারী) মাহ্‌দীও আবিভূত হইবে না। যে ব্যক্তির আগমণ নির্ধারিত ছিল, তিনি আসিয়া গিয়াছেন।"

('তবলীগে রেসালত, দশম খণ্ড, পৃঃ ৮৭০)

সংকলন ও অনুবাদঃ মোঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ

আনসারুল্লার ২২তম কেন্দ্রীয় বার্ষিক ইজতেমা রাবওয়ায় ঐতিহ্যপূর্ণ সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত

হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর

উদ্বোধনী ও সমাপনী ভাষণ ঃ

রাবওয়া, ২৬শে ইখা/অক্টোবর—সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) বলিয়াছেন : 'ইসলাম এক সর্বাঙ্গীণ সুন্দর ধর্ম এবং উহা (কথায় বা কার্যতঃ) কোন ক্ষেত্রেই দুঃখ ও ক্লেশের উপকরণ সৃষ্টি করে নাই। সেইজন্য আনসুরুল্লাহ্র কর্তব্য, তাহারা যেন নিজেদের জীবনকে উক্ত ইসলামী নমুনার ছাঁচে ঢালেন, নিজেদের সন্তান ও বংশধরদিগের সহি ও সুষ্ঠরূপে তরবিয়ত দান করেন, নিজেদের গৃহে সন্তান ও বালক-বালিকাদিগকে ইসলামের শিক্ষায় শিক্ষিত করেন এবং হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর গ্রন্থাবলী নিজেরাও পাঠ করেন ও সন্তানদিগকেও সেগুলি নিয়মিত পাঠে অভ্যস্ত করেন।'

হুজুর (আইঃ) উক্ত এরশাদাবলী আজ এখানে তাহির আনসারুল্লাহ্র কেন্দ্রীয় দপ্তরের খোলা আঙ্গনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব-কেন্দ্রীয় আনসারুল্লাহ্র ২২তম বার্ষিক ইজতেমার উদ্বোধন করিতে গিয়া উচ্চারণ করেন। এ ইজতেমায় প্রথম দিন ৫৮৫টি মজলিস হইতে ৩৩৩৬ জন সদস্য ও প্রতিনিধি যোগদান করেন। (উল্লেখ্য, বিগত বৎসর ইজতেমায় প্রথম দিনে ৪৮৭টি মজলিসের ৩৪৩৫ জন সদস্য ও প্রতিনিধি যোগদান করিয়াছিলেন)। এমতে উদ্বোধনী অধিবেশনে যোগদানকারী মজলিস সমূহের সংখ্যা এ বৎসর আল্লাহ্তায়ালার ফজলে প্রায় একশত বেশী। এতদ্ব্যতীত 'বায়েরীন' (অন্য সাধারন শ্রোতা)-এর সংখ্যা ছিল ১২,৬৭। যেহেতু ইজতেমায় লাউডস্পিকার ব্যবহারের অনুমতি পাওয়া যায় নাই সেজন্য হুজুর (আইঃ) সংক্ষিপ্ত ভাষণ দান করেন এবং মুকররম আব্দুল আজিজ ওয়াসি সাহেব, সিয়েরালিওনের সাবেক মুবাল্লেগ, বর্তমানে জিলা লাহোরের মুরুব্বী) হুজুরের ইরশাদাবলী উচ্চৈস্বরে পুনরাবৃত্তি করিয়া দূর দূর পর্যন্ত উপবিষ্ট শ্রোতামণ্ডলীর নিকট পৌছাইয়া দেন।

হুজুর (আইঃ) দ্বীনে ইসলামের শিক্ষামালার উল্লেখ করিয়া বলেন, ইসলাম প্রতিটি মানুষের জন্য, সে মুসলিম হউক অথবা কাফের (অবিশ্বাসী) হউক, প্রীতি, আনন্দ ও স্বস্থির উপকরণ ও অবস্থাবলী উদ্ভাবন করিয়াছে। সেজন্যই, মুসলমানদের হাতে যখন ভোতা তলোয়ার ছিল (অর্থাৎ যখন তাহারা দুর্বল ও ক্ষমতাহীন ছিল—অনুবাদক) সে সময়ও ইসলামের সৌন্দর্য ও মাধুর্য লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয় জয় করিয়াছিল এবং ইহার প্রিয় ও মনোরম শিক্ষা তাহাদিগকে আকৃষ্ট করিয়া আল্লাহ্ রব্বে-করীমের প্রিয়তম রসুল মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের পদতলে বসাইয়াছিল।

হুজুর (আইঃ) আনসারুল্লাহ্‌র দৃষ্টি তাহাদের দায়িত্বাবলীর দিকে আকৃষ্ট করাইয়া বলেন, তাহাদের কর্তব্য এই যে, তাঁহারা যেন তাহাদের ঘরে তাহাদের বাচ্চাদের কানে প্রিয় রসুলের (সাঃ) প্রিয় কথাগুলি দিতে থাকেন, হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহুঃ)-এর শ্রেষ্ঠতম আশিক (প্রেমিক) হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ))-এর কথাও তাহাদের নিকট পৌঁছান ; ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর গ্রন্থাবলী নিজেরাও অধ্যয়ন করেন এং নিজেদের বংশধরদিগকেও পাঠ করান যাহাতে আমাদের উপর সারা বিশ্বে ইসলামকে জয়যুক্ত করার যে দায়িত্ব ন্যস্ত হইয়াছে তাহা আমরা যথাযতরূপে সম্পাদন করিতে পারি এবং আমাদের প্রভু-পরওয়দিগার আল্লাহ্‌র সমক্ষে উজ্জ্বল মুখে দণ্ডায়মান হইতে পারি। হুজুর (আইঃ) দোওয়া করেন, আল্লাহ্‌ করুন তাহাই যেন হয় এবং তিনি যে কাজ আমাদের সোপর্দ করিয়াছেন তাহা সাফল্যপূর্ণ পন্থায় করিয়া যাওয়ার তওফিক দিন। আমীন।

হুজুর বলেন, হযরত নবী করীম (সাঃ) 'রহ্‌মতুল-লিল-আলামীন'-এর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হিসাবে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং মানবজাতির সহিত তাঁহার সম্পর্কের ক্ষেত্রে তিনি সমগ্র মানব জাতির প্রতি নিরবচ্ছিন্ন ধারায় স্ফুরন্ত রহমত ও করুণা সহকারে আবির্ভূত হইয়াছেন। হুজুর অতি তাৎপর্যপূর্ণ পন্থায় এ তত্বটি বর্ণনা করেন যে, মানবজাতির প্রসঙ্গে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের 'রহমত' ও 'করুণা' মানুষে মানুষে কোন প্রভেদ ও পার্থক্য করে নাই। তিনি সকলের জন্য রহমত স্বরূপ—সে বিশ্বাসী হউক অথবা অবিশ্বাসী। যে শিক্ষা সহকারে তিনি আসিয়াছেন উহার প্রতিটি নির্দেশ, তাহা আদেশরূপে হউক কিংবা নিষেধরূপেই হউক, মোমেনের জন্যও করুণা স্বরূপ এবং কাফেরে জন্যও করুণা স্বরূপ।

হুজুর ইসলামের বুনিয়াদী তালীম সমূহের উল্লেখ পূর্বক বলেন, মানুষকে 'আমলে-সালেহ্‌' (সমীচীন সৎকর্ম) করার নির্দেশ দান করা হইয়াছে। হুজুর বলেন, আমি এখন 'আমলে-সালেহ্‌' প্রসঙ্গে জিহ্বা (কথা বলা) সম্পর্কীয় 'আমলে-সালেহ্‌'-এর উল্লেখ করিব। সুতরাং হুজুর 'কথা বলা' প্রসঙ্গে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রজ্ঞাপূর্ণ শিক্ষা বর্ণনা করিয়া বলেন, তিনি এই শিক্ষা দিয়াছেন যে 'মিথ্যা কথা বলিবে না'। দ্বিতীয়তঃ এই যে 'সত্য কথা বলিবে'। তৃতীয়তঃ এই যে, যে কথাই বলিবে তাহা শুধু সত্য কথাই নয় বরং 'কওলে-সদীদ' হইতে হইবে অর্থাৎ উহা যেন সত্যও হয় এবং প্রত্যেক প্রকারের বক্রতা মুক্তও হয়। অধিকন্তু এই যে, সেই কথা 'তইয়েব' হইতে হইবে। হুজুর 'তইয়েব'-এর ব্যাখ্যা করিয়া বলেন, ইহার অর্থ হইল এই যে, কথাটি সমীচীন হইতে হইবে এবং সমীচীন হওয়া মানুষের সম্বোধিত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া নিরূপিত হয়—অর্থাৎ যে পারিপার্শ্বিকতায় আপনি কথা বলিতেছেন উহা যেন সেই পারিপার্শ্বিকতায় শ্রোতার পক্ষে ফায়দাজনক কথা হয়। হুজুর (আইঃ) আঁ-হযরত (সাল্লাল্লাহুঃ)-এর শিক্ষামালা উল্লেখ করিয়া বলেন, আঁ-হযরত (সাল্লাল্লাহুঃ) বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তির সহিত তাহার জ্ঞান-বুদ্ধি

অনুপাতে কথা বলিতে হইবে। ইহা 'তাইয়েব'-এর তফসীর ব বিশ্লেষণ। হক ও অধিকারের ক্ষেত্রে ইসলাম সকল হক নির্ধারণ ও সংরক্ষণ প্রসঙ্গে মানুষে মানুষে কোন প্রকার ভেদাভেদ করে নাই! যেমন, যোগ্যতা ও ক্ষমতা অনুসারে মানুষের মধ্যে জন্মগত পার্থক্য তো নিশ্চয় রহিয়াছে, কিন্তু নির্দেশ এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে সমাজে তার যোগ্যতা ও ক্ষমতা অনুযায়ী স্থান ও মর্যাদা দিতে হইবে এবং সেই ক্ষেত্রে মুসলিম ও কাফিরের মধ্যে কোন ভেদাভেদ বা তারতম্য নাই। আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন: ان تؤدوا الامانات الى اهلها

["আল্লাহ্ তোমাদিগকে আদেশ দিতেছেন তোমরা যেন আমানত সমূহ উহাদের হকদার দিগের সোপর্দ কর।" (সুরা নেসা: ৫৮ আয়াত—অনুবাদক]

হুজুর বলেন যে, ইসলামী শিক্ষা ও বিধান মানুষের যোগ্যতা ও ক্ষমতা অনুযায়ী নিয়োগ-প্রয়োগ নির্ধারণ করে এবং উন্নতিসমূহও দান করে। ইহার দৃষ্টান্ত পেশ করিতে গিয়া হুজুর বলেন, ইসলামী ইতিহাসে ইহার বহু দৃষ্টান্ত বিদ্যমান রহিয়াছে। খোলাফায়ে-রাশেদীন বিভিন্ন বিষয়ে সুদক্ষ ব্যক্তিদিগকে প্রশাসন-ব্যবস্থার বহু বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। অথচ তাহাদের সম্পর্ক শুধু অনৈসলামিক ধর্মবিশ্বাসের সহিতই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং তাহারা যোদ্ধা এবং ইসলামের সহিত যুদ্ধরত জাতিগুলির মধ্যকার ছিল। হুজুর ইসলামের সর্বাঙ্গীন প্রজ্ঞা ও মাধুর্যপূর্ণ শিক্ষার কতক বিষয়ের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা পেশ করিয়া বন্ধুগণকে সকলের জন্য সুখ, শান্তি, প্রীতি ও আনন্দের উপকরণ সৃষ্টি করার এবং সকল প্রকার ভেদাভেদ নির্বিশেষে সকলের কল্যাণ ও মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রাখার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন। (দৈনিক 'আল-ফজল' ২৭শে অকটোবর ২৯৭৯ইং হইতে অনুদিত)

—আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ, (সদর মুরুব্বী)।

সন্তন তওল্লদ

২১শে অকটোবর, ১৯৭৯ইং ব্রাহ্মণবাড়ীয়া নিবাসী মোহতারম সৈয়দ সঈদ আহ্‌মদ সাহেব (অবসরপ্রাপ্ত বয়তুল মাল ইন্সপেক্টর)-এর কনিষ্ঠ পুত্র জনাব মুবাশ্বের আহ্‌মদ সাহেবকে আল্লাহ্‌তায়ালা এক পুত্র সন্তান দান করিয়াছেন। নবযাত শিশুর স্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং খাদেমে-দ্বীন হওয়ার জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট খাসভাবে দোওয়ার আবেদন জানান যাইতেছে।

সেই জ্যোতিতে (সঃ) আমি বিভোর হইয়াছি।
আমি তাঁহারই হইয়া গিয়াছি।।
যাহা কিছু তিনিই, আমি কিছুই না।
প্রকৃত মীমাংসা ইহাই।।

[উর্দু দুররে সমীন—হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

সমাপ্তি ভাষণ

হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

আগামী দশ বৎসরের মধ্যে

(ক) প্রত্যেক আহমদী কিশোর-কিশোরী যেন 'কায়দা ইস্‌সারনাল কুরআন' শিখে ;

(খ) প্রত্যেক আহমদী যেন কুরআন শরীফ দেখিয়া (নাজেরা) পাঠ করিতে পারেন, উহার তরজমা ও তফসীর শিখেন ;

(গ) প্রতিটি আহমদী বালক-বালিকা যেন কমপক্ষে মেট্রিক অবশ্য পাশ করে।

(ঘ) প্রত্যেক আহমদী ইসলামের আখালাক (চরিত্র) সম্পর্কীয় সর্বাঙ্গিণী সুন্দর শিক্ষার উপর কায়েম হয়।

হযরত খলিফাতু মসীহ সালেস (আইঃ) কর্তৃক গালাবায়ে ইসলামের শতাব্দীর সম্বর্ধনা ও বরণের উদ্দেশ্যে এক বিশেষ কর্মসূচী ঘোষিত

কুরআন বর্ণিত খাঁটি মুমেনের নয়টি গুণ ও বৈশিষ্ট্য নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করার মর্মস্পর্শী আহ্বান

রাবওয়া, ২৮শে ইখা/অকটোবর—সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) গালবায়ে-ইসলাম (ইসলামের প্রতিশ্রুত প্রধান্য বিস্তার)-এর শতাব্দী, যাহা আসিতে মাত্র দশ বৎসরকাল অবশিষ্ট আছে, সেই শতাব্দীকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন ও বরণ করার উদ্দেশ্যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ঐতিহাসিক কর্মসূচী ঘোষণা করেন। উক্ত প্রোগ্রামটি রুহানী উলুম (আধ্যাত্মিক জ্ঞানরাশী) আহরণ করার এবং পার্থিব বিদ্যা ও জ্ঞান সমূহ অর্জন করার এবং ইসলামের আখলাকী (নৈতিক) শিক্ষার উপর আমল করার প্রোগ্রাম, যাহা আগামী দশ বৎসর ব্যাপী কার্যে রূপায়ণ করিতে হইবে। এমনি ধারায় হুজুর

বলেন যে, বিনা ব্যতিক্রমে প্রত্যেক আহ্‌মদী বালক-বালিকা 'কায়দা ইয়াসরনাল-কুরআন' পড়িবে। যে সকল বন্ধু কুরআন করীম নিজেরা পড়িতে জানেন, তাঁহারা উহার তরজমা শিখিবেন এবং যাঁহারা তরজমা জানেন তাঁহারা হযরত নবী করীম (সাল্লাল্লাহুঃ) কর্তৃক বর্ণিত উহার তফসীর শিখুন, যাহা স্বয়ং আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহাকে শিক্ষাদান করিয়াছেন, এবং সেই তফসীরও শিখুন যাহা নবী আকরাম (সাল্লাল্লাহুঃ) আল্লাহ্‌তায়ালা প্রদত্ত নূর, সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও তত্ত্ব-জ্ঞানের প্রভাবাধীন নিজে করিয়া গিয়াছেন। ইহা ছাড়া, প্রত্যেক আহ্‌মদী বালক-বালিকা ন্যূনকল্পে নিশ্চয় মেট্রিক পাশ করে এবং অসাধারণ বুদ্ধি, মেধা ও প্রতিভাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদিগকে তাহাদের যোগ্যতা অনুসারে উচ্চতর শিক্ষা দেওয়ানো জামাতের দায়িত্ব হইবে। উক্ত প্রোগ্রামের সর্বশেষ অংশটি হুজুর এই বলিয়া ব্যক্ত করেন যে, সকল আহ্‌মদী ইসলামের আখলাক বা চরিত্র সম্পর্কীয় নীতি ও শিক্ষার উপর কায়েম হইবে।

হুজুর (আইঃ) উক্ত গৌরবোজ্জ্বল ও উদ্দীপনাপূর্ণ ঘোষনাটি আজ এখানে দ্বিপ্রহরে বিশ্ব-কেন্দ্রীয় মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌-এর ২২তম বার্ষিক ইজতেমার সমাপনী অধিবেশনে ভাষণ দিতে গিয়া প্রদান করেন।

হুজুর (আঃ) তাঁহার ভাষণ সুরা আনফালের পঞ্চম আয়াতের তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা ও তফসীরের মাধ্যমে শুরু করেন এবং উক্ত আয়াতের দ্বারা প্রতিপাদন ও বিশ্লেষণ করিয়া সত্যকার মুমেনদের নয়টি সেফত ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেন। হুজুর বলেন, আমরা যখন এই আয়াতে গভীর দৃষ্টিপাত করি এবং এই সকল সেফত আমাদের সামনে প্রতিভাত হয় তখন আমাদের সমক্ষে জামাতে আহ্‌মদীয়ার এবং উহার অংগ-সংগঠন সমুহের প্রোগ্রাম বা কর্মসূচীও আসিয়া যায় যাহা আমি এখনই ঘোষণা করিব। হুজুর বলেন, এই ঘোষণার পূর্বে আমি বলিতে চাই যে, আমাদের জামাতী জীবনের একশত বৎসর পূর্ণ হইতে প্রায় দশ বৎসর অবশিষ্ট আছে এবং আমার এই প্রোগ্রামের সম্পর্ক ঐ দশ বৎসরের সহিত সম্পর্কযুক্ত।

হুজুর তাঁহার ঐতিহাসিক কর্মসূচীর ধারাবাহিক ব্যাখ্যা পেশ করিয়া বলেন যে, কর্মসূচীর প্রথম অংশ হইল উলুমে-রুহানী (আধ্যাত্মিক জ্ঞানসমুহ) আহরণ করা। ইহার জন্য প্রত্যেক আহ্‌মদী বালক বা বালিকা সে শহরবাসীই হউন বা গ্রামবাসী, বড় জামাতের হউক কিংবা এরূপ পরিবারের হউক, যেখানে সেই একটি মাত্র পরিবারই বাস করে, তাহাকে 'কায়দা ইফসারনাল-কুরআন' যথাসম্ভব শীঘ্র পড়াইয়া দিতে হইবে। হুজুর উক্ত প্রোগ্রামের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ এই বর্ণনা করেন যে, বয়সের দিক দিয়া প্রত্যেক 'তিফল' (অনুর্ধ ১৫ বৎসর), প্রত্যেক 'খাদিম' (অনুর্ধ ৪০ বৎসর), প্রত্যেক নবদীক্ষিত আহ্‌মদী এবং প্রত্যেক পুরানো গাফিল আহ্‌মদী যেন কুরআন করীমের তরজমা ও অর্থ শিখার বিষয়ে মনোযোগী হন। উক্ত প্রোগ্রামের তৃতীয় অনুচ্ছেদ সম্পর্কে হুজুর বলেন যে, যাঁহারা কুরআন করীমের তরজমা জানেন, তাঁহারা কুরআন করীমের গভীর অর্থপূর্ণ তফসীর পাঠ করায় মনোনিবেশ করিবেন। হুজুর বলেন, যখন আমরা এ কথা বলিয়াছি যে, একজন সাচ্চা মুমেন আল্লাহ্‌তায়ালার পূর্ণ

এতায়াত ও অজ্ঞানুবর্তিতা করিয়া থাকে, তখন যে ব্যক্তি জানেই না যে আল্লাহ্‌তায়ালা কি হুকুম দিতেছেন, সেই ব্যক্তি কিরূপে আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রসুলের (সাঃ) এতায়াত করিতে সক্ষম হইবে? হুজুর বলেন, কুরআন করীমের তফসীর শিখিবার জন্য জরুরী যে, আসল ও প্রকৃত শিক্ষাদাতা আল্লাহ্‌তায়ালা নিজেই হযরত মোহাম্মাদ রসুলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু)-কে যে তফসীর শিক্ষা দিয়াছেন আমরা যেন উহার জ্ঞান লাভ করি। সেজন্য আহ্‌মদীয়া জামাতে বিপুল সংখ্যায় এই শ্রেণীর লোক থাকা উচিত যাঁহারা ঐ সকল হাদিস-গ্রন্থ পাঠ করেন ওউহাদের জ্ঞান লাভ করেন, যেগুলিতে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু)-এর বর্ণিত তফসীর বিদ্যমান রহিয়াছে; তারপর তাঁহারা যেন সেই সকল তত্ত্ব ও তফসীর প্রত্যেক আহ্‌মদীর কানেও পৌছাইয়া দেন।

হুজুর বলেন, তফসীর দুই প্রকারের। এক, সেই তফসীর যাহা খোদাতায়ালা স্বয়ং নবী আকরাম (সাল্লাল্লাহু)-কে শিখাইয়াছেন। দ্বিতীয়, যাহা আল্লাহ্‌তায়ালা প্রদত্ত নূর বা জ্যোতির ফল-শ্রুতিতে হযরত নবী আকরাম (সাল্লাল্লাহু) নিজে করিয়াছেন। হুজুর বলেন, উক্ত অধ্যয়নে ইহাই প্রকাশ পায় যে, প্রত্যেক পরিবর্তিত বা বিকৃত পরিস্থিতি ও পরিমণ্ডলে যখনই মানুষ তাহাদের সমস্যাবলী সমাধানে ব্যর্থ হয়, তখন মানুষের সাহায্যার্থে খোদাতায়ালা এবং হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু)-এর পবিত্র কুরআনই আগাইয়া আসিবে।

হুজুর তাঁহার ঘোষণাকৃত মহান কর্মসূচীর পার্থিব জ্ঞান আহরণ সম্পর্কীত অংশের উল্লেখ করিয়া বলেন, ইহা যে বলা হইয়াছে যে, 'আকাশমালা ও পৃথিবীর সৃষ্টি আয়াত তথা ঐশী নিদর্শনাবলীতে পরিপূর্ণ রহিয়াছে'—ইহাতে এই আদেশ অন্তর্নিহিত আছে যে, যে সকল বিদ্যা বা জ্ঞানকে জাগতিক জ্ঞান বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয় এবং যেগুলি তারকা-নক্ষত্র, অংক-শাস্ত্র, রসায়ন পদার্থ-বিজ্ঞান, পানাহার জাতীয় সামগ্রী এবং চিকিৎসা-শাস্ত্র ইত্যাদির সহিত সম্পৃক্ত—এ সব কিছুর মধ্যেই খোদাতায়ালার আয়াত পরিদৃষ্ট হয় এবং সেগুলি শিক্ষা করাও একজন মুসলমানের জন্য জরুরী।

হুজুর তেজদীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন: সেইজন্য আমি আজ ইহা ঘোষণা করিতেছি যে, জামাত আমার এই আকাঙ্খার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন পূর্বক নিজেদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া দুনিয়া বাসীর কল্যাণ ও হিতৈষণার উদ্দেশ্যে এবং হযরত নবী আকরাম (সাল্লাল্লাহু) -এর এতায়াত ও আজ্ঞানুবর্তিতায় পার্থিব জ্ঞান দ্বীনী ও রুহানী গণ্ডীর মধ্যে স্থির থাকিয়া শিখার প্রয়াস পাইবেন। এবং দশ বৎসরের মধ্যে এই প্রচেষ্টা চালান উচিত যেন আমাদের কোন বাচ্চাও মেট্রিকের নীচে না থাকে। হুজুর বলেন যে, ইহার দায়িত্ব এলাকায়ী আমীর সাহেবান, আনসারুল্লাহ্‌ ও খোদ্দামুল আহমদীয়ার সংগঠনদ্বয় এবং নেজামে জামাতের উপর ন্যস্ত হয়। হুজুর বলেন, উহার পর যে বাচ্চা মেধবী ও প্রতিভাবান বলিয়া সাব্যস্ত হয় তাহাদিগকে আগে বাড়াইবার দায়িত্ব জামাতের, যাহাতে আল্লাহ্‌তায়ালা যে আমাদের উপর এত বড় এহ্‌সান করিয়াছেন যে আমাদের ন্যায় দরিদ্রদের গৃহে মেধাবী সন্তান দান করিয়াছেন এবং মেধা ও প্রতিভার দ্বারা আমাদের ঝোলা ভরিয়া দিয়াছেন। আমরা যেন তাহাদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া অকৃতজ্ঞ সাব্যস্ত না হই।

হুজুর (আইঃ) তাঁহার প্রোগ্রামের তৃতীয় অংশের উল্লেখ করিয়া বলেন, উহার তৃতীয় অংশ হইল এই যে, জামাতে-আহমদীয়া যেন জামাত হিসাবে সামগ্রিকরূপে ইসলামের সর্বাঙ্গীণ সুন্দর আখলাক তথা নৈতিক মূল্যবোধে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং নিজেদের পারিপার্শ্বিকতায় ও পরিমণ্ডলে এক ইসলাহ্-প্রাপ্ত সুসংস্কৃত সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়। হুজুর বলেন, সমাজকে কুসংস্কার মুক্ত এবং খারাপি ও কুকার্য হইতে রক্ষা করা আপনাদের দায়িত্ব এবং ইহাও আপনাদের দায়িত্ব যে, যে-কেহ সমাজকে খারাপি হইতে রক্ষা করার চেষ্টা করে আপনারা যেন তাহাকে সহযোগিতা দান করেন। হুজুর এ প্রসঙ্গে কয়েকটি মৌলিক সরল বিষয়ের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, কোন আহমদী মিথ্যা কথা বলে না; কোন আহমদীর গালি দেওয়ার অভ্যাস থাকা উচিত নয়; প্রত্যেক আহমদী তাহার কথায় পাকা থাকিবে, স্বীয় অঙ্গীকার বা ওয়াদা পূর্ণ করিবে, যাহা মুখে বলিবে তাহা কাজে পরিণত করিবে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কথা বা বিষয়ের দ্বারা জামাতের আভ্যন্তরে বা বাহিরে মনমলিন্য সৃষ্টি হইতে দিবে না, কোন আহমদী যেন তাহার আহমদী ভ্রাতার সহিত এবং অপরাপর ভাইদের সহিত ঝগড়া-বিবাদ না করে এবং যদি কোন মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে দেশীয় আইনের আওতার মধ্যে সেই মতানৈক্য জামাতী সালেশীর মাধ্যমে বিদূরিত করিবে। হুজুর বলেন, চেষ্টা করুন যেন প্রীতি ও ভালবাসার দ্বারা জগতের সকল মানবহৃদয়কে খোদাতায়ালা এবং মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহুঃ)-এর উদ্দেশ্যে জয় করিতে পারেন। যদি এখন আপনারা তাহা পালন করেন তাহা হইলে খোদাতায়ালার প্রীতি লাভে সক্ষম হইবেন, এবং যদি আপনারা খোদাতায়ালার প্রীতি লাভ করিতে পারেন তাহা হইলে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক, উভয় জাহানের নেয়ামতসমূহ আপনারা প্রাপ্ত হইবেন। অতঃপর আর কোন জিনিষের প্রয়োজন থাকিবে না। খোদা করুন, তাহাই যেন হয়।

ইতিপূর্বে হুজুর (আইঃ) সুরা আনফালের পঞ্চম আয়াতের তফসীর বর্ণনা করিয়া সত্যিকার মুমেনদের নয়টি সিফত বা বৈশিষ্ট্য ব্যক্ত করেন। হুজুর তাহাদের প্রথম সিফত ইহা বলেন যে, সাচ্চা মুমেনগণ 'তকওয়া' লাভ করার অর্থাৎ সেই সকল আমল বা সৎকর্ম সম্পাদনের চেষ্টা করে, যেগুলির ফলশ্রুতিতে তাহারা আল্লাহ্তায়ালার সংরক্ষণ, হেফাজত এবং আশ্রয়াধীন আসিয়া যায়। দ্বিতীয় গুণ এই যে, প্রকৃত মুমেনগণ সমাজ হইতে পাপ-পঙ্কিলতাকে বিদূরিত করিয়া ইসলাহ্প্রাপ্ত ও সুসংস্কৃত সমাজ গঠনে সচেষ্ট থাকে। তৃতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহাদের ইসলাহ ও সংস্কারের উদ্দেশ্য আল্লাহতায়ালার এতায়াত ও আনুগত্য হইয়া থাকে। চতুর্থ সিফত এই যে, রসুল করীম (সাল্লাল্লাহুঃ)-এর এতায়াত ও আজ্ঞানুবর্তিতা তাহাদের ইসলাহী কার্যের লক্ষ্য হইয়া থাকে। হুজুর বলেন যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহুঃ -এর এতায়াত চারটি অর্থ বহণ করে, অর্থাৎ—(১) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের বর্ণিত কুরআনী তফসীর অনুযায়ী চলিয়া মুমেনগণ নিজেদের জীবন অতিবাহিত করেন, (২) সেই তফসীর ও ব্যাখ্যাকে মজবুতির সহিত ধরিয়া রাখেন, (৩) রসুল করীম (সাল্লাল্লাহুঃ)-এর 'উসওয়া' ও দৃষ্টান্ত

মূলক আদর্শের মাধুর্য্য ও মাহাত্ম্য সম্বন্ধে ওয়াকেফহাল হন এবং (৪) নবীয়ে-পাক (সাল্লাল্লাহুঃ) যে 'ইজ্‌তেহাদ' (সূক্ষ্ম বিচার-বুদ্ধি প্রসূত সিদ্ধান্ত) দান করিয়াছেন উহাকে অপর যে-কোন ইজতেহাদের উপর শ্রেষ্ঠস্থান প্রদান করেন।

হুজুর প্রকৃত মুমেনগণের পঞ্চম বৈশিষ্ট্য এই নির্দেশ করেন যে, যখন তাহাদের সামনে আল্লাহ্‌তায়ালার আয়াতসমূহ পাঠ করা বা শুনান হয়, তখন তাহাদের হৃদয় আল্লাহর 'খাশিয়ত' এবং ভীতি-ভয়ে ভরিয়া যায়। ষষ্ঠ সিফত এই যে, আল্লাহতায়ালার আয়াত সমূহের উল্লেখ ও বর্ণনা তাহাদের ঈমানকে বাড়ায়। হুজুর বলেন, আল্লাহর 'আয়াত সমূহ' কথাটির একটি অর্থ এই যে, খোদাতায়ালার প্রতিটি সৃষ্টিই তাঁহার আয়াত (বা নিদর্শন), এবং দ্বিতীয় অর্থ হইল মাজেযা বা অলৌকিক ক্রিয়া এবং ঐশী-নিদর্শনাবলী যাহা তিনি (তাঁহার প্রেরিত ও মনোনীত বান্দাগণের মাধ্যমে) মানুষকে তাঁহার দিকে সুপথের নির্দেশদানের উদ্দেশ্যে দেখাইয়া থাকেন।

হুজুর মুমেনের সপ্তম গুণের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, সত্যকার মুমেন একমাত্র আল্লাহ্‌ তায়ালার উপর নির্ভরশীল হয়, তাঁহারই উপর 'তওক্কল' করে এবং অবশিষ্ট প্রতিটি জিনিষকে (তাঁহার মুকাবিলায়) তুচ্ছ ও অস্তিত্ববিহীন বলিয়া জ্ঞান করে। মুমেনের অষ্টম গুণ এই যে, সে 'হুকুকুল্লাহ' (আল্লাহর প্রতি নির্ধারিত কর্তব্য ও দায়িত্ব সমূহ) এরূপ নিষ্ঠার সহিত পালন করে যে, তাহার অন্তরে কোন প্রকারের খোঁত ও ত্রুটি পূর্ণ কলুষ থাকে না এবং আল্লাহ্‌ ছাড়া অপর কাহারও এবং কোন-কিছুর প্রতি লোভ বা আসক্তির লেশমাত্র থাকে না। হুজুর প্রকৃত মুমেনের নবম গুণ বর্ণনা করেন যে সে আল্লাহ্‌তায়ালার মখলুক বা সৃষ্ট-জীবের সার্বিক হক ও অধিকার আদায় বা প্রদানে প্রস্তুত ও তৎপর থাকে।

হুজুর বলেন যে, উক্ত প্রকারের মুমেনগণকে আল্লাহ্‌তায়ালা বড় বড় দর্জা এবং মর্যাদা সমূহ দান করিয়া থাকেন, তাহাদের জন্য ক্ষমা ও নাজাতের উপকরণ সৃষ্টি করেন এবং তাহাদিগকে সম্মানজনক উপজীবিকা দান করেন। হুজুর (আইঃ) ক্ষমা ও নাজাত লাভের তিনটি উপায় ও পন্থাও ব্যক্ত করেন। সেগুলির প্রথমটি হইল দোওয়া ; দ্বিতীয়টি প্রবৃত্তির উত্তেজনা হইতে আত্মরক্ষা করিয়া আল্লাহ্‌তায়ালার দিকে 'হিজরত' করা। তৃতীয় হইল সেই মুজাহেদা ও সাধনা, যাহা এরূপ প্রতিটি শক্তির বিরুদ্ধে পরিচালনা করা হয় যাহা মানুষকে খোদাতায়ালা হইতে সরাইয়া দূরে লইয়া যায়। হুজুর দোওয়া করেন যে, আল্লাহ্‌ করুন যেন আমরা প্রকৃত ও সাচ্চা মুমেনগণের সিফত ও বৈশিষ্ট্য সমূহ আমাদের নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করিয়া খোদায়ী পুরস্কার সমূহের উত্তরাধিকারী হইতে পারি। আমীন।

(দৈনিক আল-ফজল, ২৭ অকটোবর ১৯৭৯ইং

অনুবাদ : আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ,
সদর মুরুব্বী।

আতফালুল আহমদীয়ার বার্ষিক ইজতেমায় হুজুরের ভাষণ

সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) আহ্‌মদী তরুণদিগকে শুভসংবাদ দিয়াছেন যে, তাহাদের ভবিষ্যৎ জগতের সকল তরুণদের অপেক্ষা উজ্জলতর হইবে, কেননা তাহাদিগকে খোদাতায়ালা এই ওয়াদা দিয়াছেন যে তাহাদের দ্বারা ইসলাম জগতে জয়যুক্ত হইবে, প্রাধান্য লাভ করিবে।

হুজুর ২০শে ইখা/অকটোবর ১৯৭৯ ইং দিনের বার ঘটিকায় মজলিস আতফালুল আহ্‌মদীয়ার ৩৫তম কেন্দ্রীয় বার্ষিক ইজতেমায় ভাষণ দান করিতে গিয়া বলেন যে তোমাদের দ্বারা মানুষ খোদাতায়ালার পরিচয় লাভ করিবে, তোমাদের দ্বারা আল্লাহ্‌তায়ালার বাণী গৌরব ও প্রাধান্য অর্জন করিবে এবং জগৎ ব্যাপী আল্লাহ্‌তায়ালার মহব্বত কায়েম হইবে। হুজুর বলেন, সেই সময় খুব শীঘ্র আসিতেছে যখন খোদাতায়ালার নূর প্রতিটি জনপদে বিস্তার লাভ করিবে এবং গ্রাম-গঞ্জ, নগর-বন্দর সর্বত্র মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্র নামের ধ্বনি উত্থাপিত হইবে এবং সেই সময় সন্নিকট যখন সমগ্র জগতের নেতৃত্ব তোমাদের ভাগ্যে লিখিত হইবে। তোমাদের নিকট দুনিয়ার সকল নেয়ামত উপস্থিত থাকিবে। দুনিয়াব্যাপী সকল মানব-হৃদয় তোমাদের হাতে আসিবে এবং সমগ্র জগতের নেতা তোমরাই নিযুক্ত হইবে। হুজুর বলেন, সেইজন্যই তোমরা জগতের সর্বাপেক্ষা সৌভাগ্যশালী কিশোর।

হুজুর বলেন, খোদাতায়ালার কৃতজ্ঞতা করার বিষয় যে, তিনি তোমাদিগকে আহ্‌মদী জামাতে জন্মদান করিয়াছেন। আপনারা সেই অন্ধকারময় যুগের মধ্য দিয়া অতিক্রম করেন নাই যখন দৃষ্টান্তস্বরূপ আফ্রিকার যে কোন একটি শিশু যে বাঁচিয়াছিল তাহার সর্বক্ষণই এই আতঙ্ক লাগিয়া থাকিত যেন তাহাকে হরণ করিয়া আমেরিকায় নির্বাসন করা না হয়। কেননা, ঐরূপে সহস্র সহস্র শিশুকে গোলাম বানাইয়া লইয়া যাওয়া হইত এবং সেই নিষ্পাপ শিশুদিগকে কঠিনতম দুঃখ ও ক্লেশ দেওয়া হইত, ক্ষেত-খামারে, কল-কারখানায় তাহাদিগকে ষোল ষোল ঘন্টা ব্যাপী খাটানো হইত। হুজুর বলেন, কতক দেশ এরূপও আছে যেখানে শৈশব হইতেই শিশুদিগের মন-মানসিকতায় তাহাদের স্কুলের পাঠ্য তালিকার মাধ্যমে ইহা প্রবিষ্ট করান হইত যে, আল্লাহর অস্তিত্ব নাই এবং কল্পনাতীত বেহুদা পদ্ধতিতে বাচ্চাদের মস্তিষ্কে এই বিষ ঢুকান হইতো। তোমরা শোকর কর যে, তোমরা তাহাদের মধ্যে পড় নাই। আমরাও জানি, তোমরাও জান, খোদাতায়ালা বিরাজমান আছেন। হুজুর দৃষ্টান্তস্বরূপ তুলিয়া ধরেণ যে, ১৯৭৪ সনে যখন মানুষ আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন, তখন তাহাদের সঙ্গের বাচ্চাদিকে আমি জিজ্ঞাসা করিতাম, তোমরা কি কোন স্বপ্ন দেখিয়াছ? ইহাতে তাহারা নিজেদের স্বপ্ন শুনাইত। একটি বালক বলিল, তাহার মহিষের বাচ্চা হওয়ার কথা ছিল; সে স্বপ্নে দেখিল যে, মাদা বাচ্চা হইবে। সুতরাং তাহাই হইল। এক্ষণ, এই সপ্ন তাহাকে কে দেখাইল? নিশ্চয় আল্লাহ্‌তায়ালাই জানাইয়াছিলেন।

কেননা মহিষের গর্ভস্থ অন্তঃসত্তাটির সম্বন্ধে কেহই জানিতে পারে না, উহা মাদা হইবে, না মর্দা হইবে। ইহা খোদাতায়ালাই বলিয়া দিতে পারেন। হুজুর বলেন, কতক লোক বলিয়া থাকেন যে খোদার সম্পর্কে বলিবার কী প্রয়োজন আছে? অথচ তড়িৎ বা বিজলির ন্যায় অতি সাধারণ বস্তু, যাহার অগণিত উপকার রহিয়াছে উহার সম্বন্ধেও বাচ্চাদিগকে জানান হয়। তাহারা সে সম্বন্ধে নিজে নিজেই সন্ধান পায় না। সুতরাং খোদাতায়ালা যিনি এক অত্যন্ত ফায়দা জনক কল্যাণময় সত্তা, তাঁহার সম্বন্ধে জানানো বা জ্ঞানদান করা কেন জরুরী নয়?!

হুজুর বলেন, রাশিয়া এবং আমেরিকার চরম বিত্তশালী কোন বাচচার ভবিষ্যতও ততটা উজ্জল নয় যতটা তোমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জল। হুজুর দোওয়া করেন, খোদা করুন যেন আপনারা কার্যকরীরূপেও সেই শ্রেণীর সৌভাগ্যশালী বালক-বালিকা সাব্যস্ত হন যে শ্রেণীর বালক-বালিকা হওয়ার ওয়াদা আপনাদিগকে দেওয়া হইয়াছে। (আল-ফজল. ২১শে অক্টোবর ১৯৭৯)

অনুবাদ : মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

শোক সংবাদ

(১) ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার প্রবীণতম সদস্য জবাব মীর আবদুর রাজ্জাক সাহেব গত ৭ই নভেম্বর ইন্তেকাল করিয়াছেন। (ইন্না লিল্লাহে..... রাজেউন)। হযরত মৌলানা সৈয়দ আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের মাধ্যমে ১৯১৩ সালে সর্ব প্রথম ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া গঠনের সময়ই মরহুম মীর সাহেব তদীয় পিতা মীর আনসর আলী এবং পরিবারের সকল সদস্য সহ বয়েত করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তাহার বয়স ছিল প্রায় ৯৭ বৎসর। তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র, দুই কন্যা, বহু নাতি-নাতিনী এবং প্রপৌত্র ও প্রপৌত্রী রাখিয়া গিয়াছেন। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট তাঁহার রুহের মাগফেরাতের জন্য সবিশেষ দোওয়ার আবেদন জানান জাইতেছে।

(২) নাসেরাবাদ (জিলা কুষ্টিয়া)-এর প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ সওকত আলী সাহেবের বৃদ্ধা মাতা (৮৫) গত ২২/৯/৭৯ইং তারিখে রাত্রি ৯ ঘটিকায় ইন্তেকাল করিয়াছেন। (ইন্না লিল্লাহে... রাজেউন)। মরহুমা আহ্‌মদীয়া সিলসিলায় বয়েত গ্রহণের পর সকল প্রকার মুখালেফাত দৃঢ় ঈমান ও চরম ধৈর্য সহকারে সহ্য করিয়াছেন। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট তাঁহার রুহের মাগফেরাত কামনা করিয়া দোওয়ার আবেদন জানান যাইতেছে।

দোওয়ার আবেদন

আমার আব্বা মোঃ সামাদ আলী গাজী আজ ২ সপ্তাহ যাবৎ গ্যাসট্রিক আলসার রোগে আক্রান্ত। উক্ত রোগে প্রথম দিকে শরীর হইতে রক্ত ক্ষরণ হইয়া তিনি অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছেন। ডাক্তারী চিকিৎসা পুরাদমে চলিতেছে। আজ পর্যন্ত সম্পূর্ণ সুস্থ হন নাই।

আমার আব্বার আশু রোগ মুক্তির জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট খাসভাবে দোয়ার আবেদন জানাইতেছি।

—গাজী মোহাঃ আবু দাউদ

সুন্দরবন আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া, যতীন্দ্রনগর, (খুলনা)।

সংবাদ ঃ

হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) কর্তৃক

তাহ্‌রীকে জদীদের নববর্ষের ঘোষণা

রাবওয়া, ২৬ শে এখা/অকটোবর—সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) আজ এখানে জুমার খোৎবা প্রদান করিতে গিয়া তাহ্‌রীকে জদীদ-এর প্রথম দপতরের ৪৩ তম, দ্বিতীয় দপতরের ৩৩তম এবং তৃতীয় দপতরের ১৫ তম বৎসর সূচনার ঘোষণা করেন, হুজুর বলেন, আগামী বৎসর তাহ্‌রীকে জদীদের টার্গেট (লক্ষ্যমাত্রা ১৫ লক্ষ টাকাই থাকিবে। হুজুর আশা প্রকাশ করেন যে, চলতী বৎসরে উক্ত টার্গেট পূর্ণতা লাভ করিবে।

হুজুর (আইঃ) জামাতের বন্ধুগণকে দ্বীনের খেদমতের উদ্দেশ্যে ওয়াকেফীনে-জিন্দেগী (জীবন উৎসর্গকারীদের) প্রেরণের তাকিদ করেন, এবং বলেন, এপর্যন্ত যে সকল জীবন ওক্‌ফকারী যুবক আগাইয়া আসিয়াছেন, খোদাতায়ালার ফজলে তাহাদের ভারী সংখ্যাগরিষ্ঠ অত্যন্ত সৎ-নিষ্ঠাবান, কুরবানী দানকারী, ত্যাগী এবং খোদার পথে নিজেদের জীবনকে সঠিক অর্থে উৎসর্গকারী। তাহাদের মধ্যে বড়ই প্রেরণা রহিয়াছে, আল্লাহ্‌তায়ালা ও নবী করীম (সাঃ -এর প্রতি তাহাদের প্রগাঢ় ভালবাসা বিদ্যমান, এবং তাহাদের অন্তরে এই অনুভূতি রহিয়াছে যে, যদি আল্লাহ্‌তায়ালার তৌহীদকে কায়েম করিতে হয়, তাহা হইলে বিপুল কুরবানী দিতে হইবে। হুজুর দোওয়া করেন যে, খোদাতায়ালা এই মুখলেস নিষ্ঠাবানদিগকে তাঁহার ফেরেশ্‌তাদের হেফাজতে রাখুন এবং শয়তানের অনিষ্ট হইতে বাঁচাইয়া রাখুন। হুজুর সুরা মায়েদার এ আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

من امن با لله و اليوم الاخر و عمل صالحا فلا خوف عليهم و لا هم
يحزنون (مائدة : ٧٠)

“অর্থাৎ, যাহারা আল্লাহ এবং আখেরাতের উপর ঈমান রাখে এবং তদনুযায়ী নেক আমল করে, তাহাদের জন্য কোন ভয়-ভীতি নাই এবং তাহারা চিন্তাযুক্ত হইবে না।”

উক্ত আয়াতের তফসীর বর্ণনা করিয়া হুজুর মানব জীবনের তিনটি বুনিয়াদী সত্যের দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন। হুজুর বলেন, প্রথম কথা, আল্লাহতায়ালার উপর ঈমান আনয়ন অর্থাৎ খোদাতায়ালাকে ঠিক সেইরূপে মানা যেরূপে তিনি বিদ্যমান আছেন। আল্লাহতায়ালা সম্পর্কীয় তত্ত্ব-জ্ঞান লাভের পর এ কথার সন্ধান পাওয়া যায় যে, তিনি কোন জিনিসই উদ্দেশ্য-বিহীন সৃষ্টি করেন নাই, এবং তিনি মানুষের প্রকৃত 'আব্দ' (عبد) হওয়ার জন্য যাবতীয় প্রয়োজনীয় উপাদান সরবরাহ করিয়াছেন। যখন ইহা জানা গেল যে, খোদাতায়ালা কোন জিনিসই বৃথা বা উদ্দেশ্যবিহীন সৃষ্টি করেন নাই, তখন ইহার অর্থ এই দাঁড়াইল যে, মানব জীবনও

উদ্দেশ্যহীন নয়। এতদ্বারা যুক্তিসংগতরূপে এ সিদ্ধান্তেই পৌঁছা যায় যে, এই জীবন ইহজগতেই সীমাবদ্ধ নয় বরং আখেরাতেরও একটি জীবন আছে, এবং সেই জীবনকে হাসিল করার জন্য এবং পুরস্কার ও শাস্তির তথা প্রতিফলের পরীক্ষায় সালামতীর সহিত উত্তীর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্যে স্বাভাবিকরূপে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে মানুষের 'সালেহ্' আমল করা উচিৎ, যদ্বারা আল্লাহ্তায়ালার দৃষ্টিতে গৃহীত (মকবুল) আমল বুঝায়। হুজুর বলেন, আসল আমল উহাই যাহা মকবুল আমল। উহা ব্যতীত আমল কাণা-কোড়িরও মূল্য রাখে না। এবং মকবুল আমল অর্জন করার জন্য দোওয়ার অঞ্চল ধারণ করা জরুরী। কেননা কোন ব্যক্তি এই দাবী করিতে পারে না যে, সে বাহুবলে খোদাতায়ালার প্রীতি ও সন্তোষ লাভ করিতে পারিবে। হুজুর দোওয়া করেন, আমরা যাহারা বয়সের দিক দিয়া আনসারের অন্তর্গত (৪০ এর উর্দ্ধে) রহিয়াছি, সকলই যেন এই সকল বুনিয়াদী সত্যকে উপলব্ধি করি এবং আমাদের জিম্মাদারীসমূহ সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন করি, যাহাতে আমরা আমাদের চেয়ে অল্প বয়সী এবং সল্প অভিজ্ঞদের জন্য নেক নমুনা ও উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী হইতে পারি এবং আমরা আমাদের জীবদ্দশাতেই এই দৃষ্টান্তমূলক প্রাণবন্ত দৃশ্য দেখিয়া যাইতে পারি যে, সমগ্র মানবজাতি খোদাতায়ালার তৌহিদ এবং হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পতাকার নীচে সমবেত হইয়া অগ্রগতির পথে আগুয়ান এবং উহাতে আমাদেরও অংশ ও অবদান বিদ্যমান। খোদাতায়ালা আমাদের প্রচেষ্টা সমূহকে কবুল করুন এবং তাঁহার মহব্বত এবং তাঁহার প্রীতি ও সন্তোষ আমাদের হাসিল হউক। আমীন।

(দৈনিক আল-ফজল, ২৭শে অকটোবর ১৯৭৯ইং)

অনুবাদ : আহ্মদ সাদেক মাহমুদ

লাজনা এমাউল্লাহর বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সমস্ত লাজনাকে জানান জাইতেছে যে, বাংলাদেশ লাজনা এমাউল্লাহ্র একদিন ব্যাপী কেন্দ্রীয় বার্ষিক ইজতেমা আগামী ২২শে ডিসেম্বর ১৯৭৯ইং রোজ রবিবার 'দারুত তবলীগ', ঢাকাতে অনুষ্ঠিত হইবে। ইহারপূর্বেই সকল লাজনা হযরত মসীহমওউদ (আঃ)-এর 'আহ্বান' পুস্তিকার উপর স্ব স্ব জামাতের প্রেসিডেন্টের তত্বাবধানে পরীক্ষা লইয়া ফলাফল কেন্দ্রে জানাইবেন। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীনীদের ইজতেমার দিন পুরস্কার প্রদান করা হইবে। লাজনার প্রেসিডেন্টগণ ইজতেমার চাঁদা ২২ তারিখের পূর্বে কেন্দ্রে প্রেরণ করিবেন।

খাকসার—
মাকসুদা রহমান,
(জেনারেল সেক্রেটারী)
বাংলাদেশ লাজনা ইমাউল্লাহ্।

বাংলাদেশ মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র ৪র্থ বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ মজলিশে আনসারুল্লার দুই দিন ব্যাপি বাৎসরিক ইজতেমা ১৭ ও ১৮ই নবুয়ত (নভেম্বর) ৭৯ইং রোজ শনি ও রবিবার দারুত তবলিগ, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় এবং আল্লাহ্-তায়ালার বিশেষ ফজলে পুর্ণ কামিয়াবির সহিত দোওয়ার মাধ্যমে শেষ হয়।

প্রতি বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও সমগ্র দেশ হ'তে আনসার সাহেবান ইজতেমায় অংশগ্রহণ করেন এবং এবৎসর ২২টি মজলিশ থেকে ২০০-এরও অধিক আনসার যোগদান করেন। এ ছাড়া ঢাকা জামাতের বহু খোদ্দাম ও আতফালও ইজতেমায় শামিল হয়ে প্রচুর ফায়দা হাসিল করেন। এবারের ইজতেমার উপস্থিতি গত বৎসরের তুলনায় অধিক ছিল। আলহামদুলিল্লাহ। স্বরণ থাকতে পারে, গত বৎসর মোট ১৬০জন আনসার অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

প্রথম অধিবেশণ ঃ

১৭ই নভেম্বর যোহর এবং আসরের নামাজ বাজামাত জমা আদায়ের পর পবিত্র কোরআন শরিফ তেলাওয়াতের মাধ্যমে ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয়। ক্বারী মনোয়ার আলী সাহেব তেলাওয়াত করেন। অতঃপর মোকাররম নাজেমে আলা, বাংলাদেশ মজলিশে আনসারুল্লাহ্‌র নেতৃত্বে আহাদ পাঠ করা হয়। এর পর হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)-এর নিকট হ'তে প্রাপ্ত একটি পত্র তিনি পাঠ করে শুনান। হুজুর মোহ্‌তারম আমীর সাহেবের নামে তাঁর উক্ত পত্রে আনসারুল্লাহ্‌র ইজতেমা অনুষ্ঠানে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং উহার কামিয়াবি জন্য দোওয়া করেন।

এর পর মোহতারম জনাব আমীর সাহেব, বংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া ইজতেমায়ী দোয়া করান এবং উদ্বোধনী ভাষণে সমবেত আনসার সাহেবানের উদ্দেশ্যে বলেন যে, মানব দেহে মস্তক যে স্থান রাখে, আনসারুল্লাহ্‌র স্থান জামাতে আহ্‌মদীয়ার রুহানী নেজামে তদ্রূপই। শরীরের অংগ-প্রত্যাংগের সঠিক কাজ সম্পাদন যেরূপে সুস্থ মস্তকের উপর নির্ভর করে, ঠিক তেমনিভাবে জামাতে আহমদীয়ার বিভিন্ন সংগঠণ আনসারুল্লার সঠিক নেতৃত্বের উপর নির্ভরশীল। তিনি উপদেশ দেন, আপনারা জামাতী কোনও কাজে ব্যক্তিকে না দেখিয়া জামাতের স্বার্থকেই সর্বদা প্রধান্য দিবেন। তিনি আরও বলেন, আনসারুল্লাহ্‌য় সদা সজাগ ও সতর্ক থাকার অর্থ হলো সমগ্র জমাত সতর্ক ও সজাগ আছে। কিন্তু এর বিপরীত যদি আনসারুল্লাহ নিজেই অলস এবং গাফিল থাকেন তাহলে সমগ্র নেজামে জামাত অলস ও গাফিল হওয়ার সমতুল্য। তিনি আরও বলেন, হুজুর (আইঃ) বারবার আমাদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছেন যে আগামী দশ বৎসর জামাতে আহমদীয়ার জন্য বড়ই গুরুত্বপূর্ণ। এই দশ বৎসরে আমাদের মুখলেসহীনদের এমন একটি জামাত তৈরী করতে

হবে যারা ইসলামের প্রতিশ্রুত বিজয় কালে সারা বিশ্বকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা দানের জন্য মুয়াল্লিম ও ওস্তাদ-এর ভূমিকা সুষ্ঠুরূপে পালন করতে পারেন, এবং এবিষয়ে আনসারুল্লার উপরেই গুরু দায়িত্ব-ভার ন্যাস্ত হয়। কেননা আগামী দিনগুলি কঠিন হতে কঠিন তর হবে এবং সকল দিক থেকে এই আওয়াজ ধ্বনিত হবে যে, 'আমাদেরকে আসল ও প্রকৃত ইসলাম শিখান'। সেজন্য আমাদের নিজেদের এবং আমাদের বংশধরদের এখন থেকেই হুজুরের দেওয়া প্রোগ্রাম অনুযায়ী প্রস্তুত করতে হবে।

তিনি আর জোর দিয়ে বলেন যে, যদি আমরা আমাদের দায়িত্বসমূহ উপলব্ধি করে সঠিকভাবে পালন করতে পারি তা'হলে আমরা আল্লাহতায়ালার বিশেষ পুরস্কারের অধিকারী হবে। আর যদি অবহেলা করি তা'হলে আল্লাহ না করুন, আমাদের জন্য মহা দুর্দিন, এবং শাস্তিও দ্বিগুণ হতে পারে। পরিষেশে তিনি দোওয়া করেন যে আল্লাহতায়ালা যেন আমাদের সকলের সহায় হন। আমিন।

ইহার পর মুকাররম জনাব ওবায়দুর রহমান ভুইয়া সাহেব, নাজেম আলা (বাংলাদেশ আনসারুল্লাহ) উপস্থিত আনসারদের উদ্দেশ্য রাবওয়ায় অদ্য অনুষ্ঠিত বিশ্ব আনসার বার্ষিক ইজতেমায় তাঁর অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা সবিস্তারে বর্ণনা করেন। ইহার পর জনাব আব্দুল গনি আহমদ সাহেবের নেতৃত্বে খোদ্দাম এবং আনসারের মধ্যে এক প্রীতি ভলিবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

ইজতেমার দ্বিতীয় অধিবেশন :

ইজতেমার দ্বিতীয় অধিবেশন মাগরিব এবং ইশার নামাজ বা-জামাত জমা' আদায়ের পর পবিত্র কুরআন তেলাওতের মাধ্যমে শুরু হয়। তেলাওয়াত করেন জনাব খন্দকার সালাউদ্দিন সাহেব। ইহার পর নযম পাঠ করেন জনাব মজহারুল হক সাহেব, মোতামাদ, আনসারুল্লাহ। অতঃপর দরসে কুরআন করীম, দরসে হাদিস এবং দরসে মলফুজাতে হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) প্রদান করেন যথাক্রমে মৌঃ আবদুল আজিজ সাদেক, মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ এবং মৌঃ এ, কে, এম, মহিবুল্লাহ, সদর মুরুব্বী সাহেবান।

উক্ত দরসগুলির পর শানে রাসুলে আরাবী (সাঃ), হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর জীবনী এবং তাকওয়া ও আনসারুল্লাহ্ বিষয়ে বক্তৃতা দেন যথাক্রমে জনাব আলী কাসেম খান চৌধুরী, জনাব গোলাম আহমদ খান এবং আলহাজ্জ আব্দুস সালাম সাহেবান। ইহার পর দোওয়ার মাধ্যমে প্রথম দিনের ইজতেমা সমাপ্ত হয়।

ইজতেমার দ্বিতীয় দিবস : প্রথম অধিবেশন :

পরদিন (১৮ই নভেম্বর) ইজতেমা বা-জামাত তাহাজ্জুদ-এর মাধ্যমে শুরু হয়। তাহাজ্জুদের ইমামতি করেন মুকাররম মৌঃ আব্দুল আজিজ সাহেব (সদর মুরুব্বী)। ইহার পর নামাযে ফজর পড়ান এবং দরসে কুরআন প্রদান করেন মুকাররম মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব (সদর মুরুব্বী)। অতঃপর জনাব মাসউদুর রহমান সাহেব নাজেম আনসারুল্লাহ

(জিলা চিটাগাং) হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর মলফুজাত হ'তে দরস দেন। অতঃপর তিনটি সংক্ষিপ্ত তরবীয়তি বক্তৃতা করেন যথাক্রমে জনাব নূরুদ্দিন সাহেব (জেঃ সেঃ, চিটাগাং জামাত), জনাব মকবুল আহ্‌মদ খান (আমীর, ঢাকা জামাত) এবং জনাব আনোয়ার আলী (নারায়ণগঞ্জ)।

দ্বিতীয় অধিবেশন ঃ

সকাল ৮-৪৫ ঘটিকায় ইজতেমার দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয় এবং দুপুর ১২-৩০ পর্যন্ত চলে। এ অধিবেশনে আনসারের শুরা এবং প্রশ্ন-উত্তর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সমবেত আনসারদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন মোহ্‌তারম আমীর সাহেব, মৌঃ আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ এবং ওবাইদুর রহমান সাহেব। অতঃপর তৃত্ববাদের অসারতা ও কাসরে-সলীবের গুরুত্ব বিষয়ে বক্তৃতা করেন জনাব মাজহারুল হক সাহেব। তারপর আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে জনাব নাজেমে আলা, আনসারুল্লাহ্‌ মজলিসে শুরা পরিচালনা করেন।

ইজতেমার তৃতীয় এবং শেষ অধিবেশন নামাযে যোহর এবং আসরের পরে শুরু হয়। তেলাওয়াতে কুরআন এবং নজম পাঠের পরে জনাব নাজমে আলা, বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌ সাংগঠনিক বিষয় সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। তিনি বিভিন্ন মজলিস হ'তে প্রাপ্ত রিপোর্ট সমূহ পর্যালোচনা করেন এবং আনসারুল্লার সকল মজলিসকে নিয়মিত মাসিক রিপোর্ট প্রেরণ এবং অন্যান্য দায়িত্ব পালনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

পরিশেষে জনাব আমীর সাহেব বাঃ আঃ আঃ উপস্থিত আনসারগণের উদ্দেশ্যে সমাপ্তি ভাষণ দেন। তাঁর ভাষণে তিনি বিশেষতঃ আশা প্রকাশ করেন যে, উপস্থিত আনসারুল্লাহ এই ইজতেমায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাঁদের লব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে তাদের নিজ নিজ জামাতে গিয়ে সবাইকে অবগত করাবেন এবং নিজেদের মজলিস ও জামাতে জাগরণ সৃষ্টি করবেন। পরিশেষে ইজতেমায়ী দোওয়ার মাধ্যমে উক্ত মহতী ইজতেমা সমাপ্ত হয়।

(আহ্‌মদী রিপোর্ট)

শুভ বিবাহ

(১) ২/১০/৭৯ইং তারিখ শুক্রবার নাসেরাবাদ আহ্‌মদীয়া জামাতের জনাব আবদুল জব্বার সাহেব (মোয়াল্লেম)-এর ১ম পুত্র জনাব মৌঃ শহিদুল্লাহর শুভ বিবাহ অত্র জামাতের জনাব হায়েত আলী সাহেবের ১মা কন্যা মোসাম্মাৎ হোসনে আরা বেগমের সহিত এক হাজার টাকা দেন মোহর ধার্যে সুসম্পন্ন হয়।

(২) অত্র জামাতের জনাব মোঃ হারেসুদ্দিন সাহেবের ১মা কন্যা মোসাঃ ফেরদৌসী বেগমের শুভ বিবাহ এই জামাতের জনাব ইন্দার মণ্ডলের ১ম পুত্র জনাব মোহাম্মদ আবুল হোসেনের সহিত শুক্রবার ৯/১০/৭৯ তারিখে তিন হাজার টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন।

উভয় বিবাহ বা-বরকত ও দাম্পত্য জীবন সুখের হওয়ার জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট দোওয়ার আবেদন জানান যাইতেছে।

নোয়াখালীতে বিশেষ তাবলিগী কর্মতৎপরতা

গত ৪ঠা নভেম্বর, ১৯৭৯ইং রোজ রবিবার সকাল ৬টা হতে দুপুর ১২টা পর্যন্ত নোয়াখালী জেলার সোনাপুরে অবস্থিত খ্রীষ্ট ধর্মাবলীদের গীর্জায় এবং তার আশে-পাশে ও দীর্ঘ ৫ মাইল পর্যন্ত পদব্রজে জনাব মোঃ আঃ জলিল ও ক্বারী মাহ্‌ফুজুল হক সাহেব "খৃষ্টধর্ম প্রচারকারীদের সমীপে কয়েকটি প্রশ্ন" এবং "বিশ্ব-শান্তিদাতা কে? যীশু?" শীর্ষক প্রকাশিত বিজ্ঞাপন, 'খৃষ্টান ভাইদের প্রতি নিবেদন' ও 'মহা সুসংবাদ' পুস্তক জনসাধারণের নিকট বিতরণ করেন। নোয়াখালীতে অবস্থিত খৃষ্টানদের পাড়ায় এই প্রথম ইসলামের বাণী সম্বলিত পুস্তক-বিজ্ঞাপন বিতরণ করা হ'ল। পুস্তক ও বিজ্ঞাপনগুলি জনসাধারণ আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করেন এবং মুসলমানদের মধ্যে খুবই উৎসাহের ভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। অনুরূপভাবে গত ৬ই নভেম্বর রোজ মঙ্গল বার জনাব মোঃ আবদুল জলিল স্থানীয় ভ্রাতা ডাঃ আবু তাহের সহ চৌমুহনী বাজারে উক্ত বিজ্ঞাপন ও পুস্তকগুলি বিতরণ করেন। এখানেও জনসাধারণ অত্যন্ত আগ্রহসহকারে এইগুলি নিয়েছেন এবং এভাবে জেলার সর্বত্র আরো ব্যাপকভাবে প্রচার-পত্র, বিজ্ঞাপন বিতরণ করার জন্য বার বার অনুরোধ জানিয়েছেন।

আল্লাহ্‌তায়ালা যেন এই জেলায় ইসলাম ও তৌহিদ প্রতিষ্ঠায় বিশেষ সুফলদান করেন সেজন্য সকলের নিকট দোওয়ার আবেদন জানান হচ্ছে।

তেজগাঁও মজলিসে খোদ্দামুল আহদীয়ার ৩য় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

২১ শে অক্টোবর, ১৯৭৯ইং রোজ রবিবার তেজগাঁও মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার তৃতীয় বার্ষিক ইজতেমা আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে অত্যন্ত সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। বা-জামাত ফজরের নামাযের পর দরসে কুরআন ও দরসে হাদিস-এর মাধ্যমে ইজতেমার কর্মসূচী আরম্ভ হয়। মুকাররম জনাব মোঃ খলিলুর রহমান, নায়েব সদর, বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া ইজতেমার উদ্বোধন করেন। সমস্ত দিন মজলিসের প্রায় সকল খোদ্দাম, আতফাল, আনসার, তেজগাঁও জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেব এবং বাংলাদেশ জামাতে আহ্‌মদীয়ার অন্যান্য বিশিষ্ট বুজুর্গানের উপস্থিতিতে ইজতেমার কার্যক্রম অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত বুজুর্গগণ বিভিন্ন বিষয়ে তরবীয়তী বক্তৃতা দান করেন। তন্মধ্যে জনাব মোঃ হাবিব উল্লাহ, জনাব মাজহারুল হক, জনাব আবদুল জলিল, জনাব এ কে, এম, রেজাউল করিম, জনাব আলী কাসেম খান চৌধুরী ও জনাব নায়েব সদর, বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া—খোদ্দাম ও আতফালের দায়িত্ব ও কর্তব্য, প্রচলিত খৃষ্টধর্মের অসারতা, এতায়াতে নেযাম, রসুম ও রেওয়াজ বর্জন, তালিমুল কুরআন ও ইসলামী অর্থনীতি ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ের উপর বক্তৃতা দান করেন। পরিশেষে মোহতারম জনাব নায়েব আমীর ডাঃ আবদুস সামাদ খান চৌধুরী সাহেব বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগী খোদ্দাম ও আতফালের মধ্যে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীগণের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন এবং সমাপ্তি ভাষণ দেন। অতঃপর ইজতেমায়ী দোওয়া এবং বাজামাত মাগরিব ও এশার নামাজ আদায়ের মাধ্যমে ইজতেমার কর্মসূচী সমাপ্ত হয়।

(তেজগাঁ মজলিস প্রেরিত রিপোর্ট)

বাংলাদেশ মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র
৪র্থ বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ মজলিশে আনসারুল্লার দুই দিন ব্যাপি বাৎসরিক ইজতেমা ১৭ ও ১৮ই নবুয়ত (নভেম্বর) ৭৯ইং রোজ শনি ও রবিবার দারুত তবলিগ, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় এবং আল্লাহ্-তায়ালার বিশেষ ফজলে পূর্ণ কামিয়াবির সহিত দোওয়ার মাধ্যমে শেষ হয়।

প্রতি বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও সমগ্র দেশ হ'তে আনসার সাহেবান ইজতেমায় অংশগ্রহণ করেন এবং এবৎসর ২২টি মজলিশ থেকে ২০০-এরও অধিক আনসার যোগদান করেন। এ ছাড়া ঢাকা জামাতের বহু খোদ্দাম ও আতফালও ইজতেমায় শামিল হয়ে প্রচুর ফায়দা হাসিল করেন। এবারের ইজতেমার উপস্থিতি গত বৎসরের তুলনায় অধিক ছিল। আলহামদুলিল্লাহ। স্বরণ থাকতে পারে, গত বৎসর মোট ১৬০জন আনসার অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

প্রথম অধিবেশণ ঃ

১৭ই নভেম্বর যোহর এবং আসরের নামাজ বাজামাত জমা আদায়ের পর পবিত্র কোরআন শরিফ তেলাওয়াতের মাধ্যমে ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয়। ক্বারী মনোয়ার আলী সাহেব তেলাওয়াত করেন। অতঃপর মোকাররম নাজেমে আলা, বাংলাদেশ মজলিশে আনসারুল্লাহ্‌র নেতৃত্বে আহাদ পাঠ করা হয়। এর পর হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)-এর নিকট হ'তে প্রাপ্ত একটি পত্র তিনি পাঠ করে শুনান। হুজুর মোহ্‌তারম আমীর সাহেবের নামে তাঁর উক্ত পত্রে আনসারুল্লাহ্‌র ইজতেমা অনুষ্ঠানে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং উহার কামিয়াবি জন্য দোওয়া করেন।

এর পর মোহতারম জনাব আমীর সাহেব, বংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া ইজতেমায়ী দোয়া করান এবং উদ্বোধনী ভাষণে সমবেত আনসার সাহেবানের উদ্দেশ্যে বলেন যে, মানব দেহে মস্তক যে স্থান রাখে, আনসারুল্লাহ্‌র স্থান জামাতে আহ্‌মদীয়ার রুহানী নেজামে তদ্রূপই। শরীরের অংগ-প্রত্যাংগের সঠিক কাজ সম্পাদন যেরূপে সুস্থ মস্তকের উপর নির্ভর করে, ঠিক তেমনিভাবে জামাতে আহমদীয়ার বিভিন্ন সংগঠণ আনসারুল্লার সঠিক নেতৃত্বের উপর নির্ভরশীল। তিনি উপদেশ দেন, আপনারা জামাতী কোনও কাজে ব্যক্তিকে না দেখিয়া জামাতের স্বার্থকেই সর্বদা প্রধান্য দিবেন। তিনি আরও বলেন, আনসারুল্লাহ্‌র সদা সজাগ ও সতর্ক থাকার অর্থ হলো সমগ্র জমাত সতর্ক ও সজাগ আছে। কিন্তু এর বিপরীত যদি আনসারুল্লাহ নিজেই অলস এবং গাফিল থাকেন তাহলে সমগ্র নেজামে জামাত অলস ও গাফিল হওয়ার সমতুল্য। তিনি আরও বলেন, হুজুর (আইঃ) বারবার আমাদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছেন যে আগামী দশ বৎসর জামাতে আহমদীয়ার জন্য বড়ই গুরুত্বপূর্ণ। এই দশ বৎসরে আমাদের মুখলেসহীনদের এমন একটি জামাত তৈরী করতে

হবে যারা ইসলামের প্রতিশ্রুত বিজয় কালে সারা বিশ্বকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা দানের জন্য মুয়াল্লিম ও ওস্তাদ-এর ভূমিকা সুষ্ঠুরূপে পালন করতে পারেন, এবং এবিষয়ে আনসারুল্লার উপরেই গুরু দায়িত্ব-ভার ন্যাস্ত হয়। কেননা আগামী দিনগুলি কঠিন হতে কঠিন তর হবে এবং সকল দিক থেকে এই আওয়াজ ধ্বনিত হবে যে, 'আমাদেরকে আসল ও প্রকৃত ইসলাম শিখান'। সেজন্য আমাদের নিজেদের এবং আমাদের বংশধরদের এখন থেকেই হুজুরের দেওয়া প্রোগ্রাম অনুযায়ী প্রস্তুত করতে হবে।

তিনি আর জোর দিয়ে বলেন যে, যদি আমরা আমাদের দায়িত্বসমূহ উপলব্ধি করে সঠিকভাবে পালন করতে পারি তা'হলে আমরা আল্লাহতায়ালার বিশেষ পুরস্কারের অধিকারী হবে। আর যদি অবহেলা করি তা'হলে আল্লাহ না করুন, আমাদের জন্য মহা দুর্দিন, এবং শাস্তিও দ্বিগুণ হতে পারে। পরিষেশে তিনি দোওয়া করেন যে আল্লাহতায়ালা যেন আমাদের সকলের সহায় হন। আমিন।

ইহার পর মুকাররম জনাব ওবায়দুর রহমান ভুইয়া সাহেব, নাজেম আলা (বাংলাদেশ আনসারুল্লাহ) উপস্থিত আনসারদের উদ্দেশ্য রাবওয়ায় অদ্য অনুষ্ঠিত বিশ্ব আনসার বার্ষিক ইজতেমায় তাঁর অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা সবিস্তারে বর্ণনা করেন। ইহার পর জনাব আব্দুল গনি আহমদ সাহেবের নেতৃত্বে খোদ্দাম এবং আনসারের মধ্যে এক প্রীতি ভলিবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

ইজতেমার দ্বিতীয় অধিবেশন :

ইজতেমার দ্বিতীয় অধিবেশন মাগরিব এবং ইশার নামাজ বা-জামাত জমা' আদায়ের পর পবিত্র কুরআন তেলাওতের মাধ্যমে শুরু হয়। তেলাওয়াত করেন জনাব খন্দকার সালাউদ্দিন সাহেব। ইহার পর নযম পাঠ করেন জনাব মজহারুল হক সাহেব, মোতামাদ, আনসারুল্লাহ। অতঃপর দরসে কুরআন করীম, দরসে হাদিস এবং দরসে মলফুজাতে হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) প্রদান করেন যথাক্রমে মৌঃ আবদুল আজিজ সাদেক, মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ এবং মৌঃ এ, কে, এম, মহিবুল্লাহ, সদর মুরুব্বী সাহেবান।

উক্ত দরসগুলির পর শানে রাসুলে আরাবী (সাঃ), হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর জীবনী এবং তাকওয়া ও আনসারুল্লাহ্ বিষয়ে বক্তৃতা দেন যথাক্রমে জনাব আলী কাসেম খাঁন চৌধুরী, জনাব গোলাম আহমদ খান এবং আলহাজ্জ আব্দুস সালাম সাহেবান। ইহার পর দোওয়ার মাধ্যমে প্রথম দিনের ইজতেমা সমাপ্ত হয়।

ইজতেমার দ্বিতীয় দিবস : প্রথম অধিবেশন :

পরদিন (১৮ই নভেম্বর) ইজতেমা বা-জামাত তাহাজ্জুদ-এর মাধ্যমে শুরু হয়। তাহাজ্জুদের ইমামতি করেন মুকররম মৌঃ আব্দুল আজিজ সাহেব (সদর মুরুব্বী)। ইহার পর নামাযে ফজর পড়ান এবং দরসে কুরআন প্রদান করেন মুকররম মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব (সদর মুরুব্বী)। অতঃপর জনাব মাসউদুর রহমান সাহেব নাজেম আনসারুল্লাহ

(জিলা চিটাগাং) হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর মলফুজাত হ'তে দরস দেন। অতঃপর তিনটি সংক্ষিপ্ত তরবীয়তি বক্তৃতা করেন যথাক্রমে জনাব নূরুদ্দিন সাহেব (স্থেঃ সেঃ, চিটাগাং জামাত), জনাব মকবুল আহ্‌মদ খান (আমীর, ঢাকা জামাত) এবং জনাব আনোয়ার আলী (নারয়াণগঞ্জ)।

দ্বিতীয় অধিবেশন :

সকাল ৮-৪৫ ঘটিকায় ইজতেমার দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয় এবং দুপুর ১২-৩০ পর্যন্ত চলে। এ অধিবেশনে আনসারের শুরা এবং প্রশ্ন-উত্তর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সমবেত আনসারদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন মোহ্‌তারম আমীর সাহেব, মৌঃ আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ এবং ওবাইদুর রহমান সাহেব। অতঃপর তবলীগের অসারতা ও কাসরে-সলীবের গুরুত্ব বিষয়ে বক্তৃতা করেন জনাব মাজহারুল হক সাহেব। তারপর আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে জনাব নাজেমে আলা, আনসারুল্লাহ্‌ মজলিসে শুরা পরিচালনা করেন।

ইজতেমার তৃতীয় এবং শেষ অধিবেশন নামাযে যোহর এবং আসরের পরে শুরু হয়। তেলাওয়াতে কুরআন এবং নজম পাঠের পরে জনাব নাজমে আলা, বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌ সাংগঠনিক বিষয় সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। তিনি বিভিন্ন মজলিস হ'তে প্রাপ্ত রিপোর্ট সমূহ পর্যালোচনা করেন এবং আনসারুল্লার সকল মজলিসকে নিয়মিত মাসিক রিপোর্ট প্রেরণ এবং অন্যান্য দায়িত্ব পালনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

পরিশেষে জনাব আমীর সাহেব বাঃ আঃ আঃ উপস্থিত আনসারগণের উদ্দেশ্যে সমাপ্তি ভাষণ দেন। তাঁর ভাষণে তিনি বিশেষতঃ আশা প্রকাশ করেন যে, উপস্থিত আনসারুল্লাহ এই ইজতেময় অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাঁদের লব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে তাদের নিজ নিজ জামাতে গিয়ে সবাইকে অবগত করাবেন এবং নিজেদের মজলিস ও জামাতে জাগরণ সৃষ্টি করবেন। পরিশেষে ইজতেমায়ী দোওয়ার মাধ্যমে উক্ত মহতী ইজতেমা সমাপ্ত হয়।

(আহ্‌মদী রিপোর্ট)

শুভ বিবাহ

(১) ২/১০/৭৯ইং তারিখ শুক্রবার নাসেরাবাদ আহ্‌মদীয়া জামাতের জনাব আবদুল জব্বার সাহেব (মোয়াল্লেম)-এর ১ম পুত্র জনাব মৌঃ শহিদুল্লাহর শুভ বিবাহ অত্র জামাতের জনাব হায়েত আলী সাহেবের ১মা কন্যা মোসাম্মাৎ হোসনে আরা বেগমের সহিত এক হাজার টাকা দেন মোহর ধার্যে সুসম্পন্ন হয়।

(২) অত্র জামাতের জনাব মোঃ হারেসুদ্দিন সাহেবের ১মা কন্যা মোসাঃ ফেরদৌসী বেগমের শুভ বিবাহ এই জামাতের জনাব ইন্দার মণ্ডলের ১ম পুত্র জনাব মোহাম্মদ আবুল হোসেনের সহিত শুক্রবার ৯/১০/৭৯ তারিখে তিন হাজার টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন।

উভয় বিবাহ বা-বরকত ও দাম্পত্য জীবন সুখের হওয়ার জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট দোওয়ার আবেদন জানান যাইতেছে।

নোয়াখালীতে বিশেষ তাবলিগী কর্মতৎপরতা

গত ৪ঠা নভেম্বর, ১৯৭৯ইং রোজ রবিবার সকাল ৬টা হতে দুপুর ১২টা পর্যন্ত নোয়াখালী জেলার সোনাপুরে অবস্থিত খ্রীষ্ট ধর্মাবলীদের গীর্জায় এবং তার আশে-পাশে ও দীর্ঘ ৫ মাইল পর্যন্ত পদব্রজে জনাব মোঃ আঃ জলিল ও ক্বারী মাহ্‌ফুজুল হক সাহেব "খৃষ্টধর্ম প্রচারকারীদের সমীপে কয়েকটি প্রশ্ন" এবং "বিশ্ব-শান্তিদাতা কে? যীশু?" শীর্ষক প্রকাশিত বিজ্ঞাপন, 'খৃষ্টান ভাইদের প্রতি নিবেদন' ও 'মহা সুসংবাদ' পুস্তক জনসাধারণের নিকট বিতরণ করেন। নোয়াখালীতে অবস্থিত খৃষ্টানদের পাড়ায় এই প্রথম ইসলামের বাণী সম্বলিত পুস্তক-বিজ্ঞাপন বিতরণ করা হ'ল। পুস্তক ও বিজ্ঞাপনগুলি জনসাধারণ আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করেন এবং মুসলমানদের মধ্যে খুবই উৎসাহের ভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। অনুরূপভাবে গত ৬ই নভেম্বর রোজ মঙ্গল বার জনাব মোঃ আবদুল জলিল স্থানীয় ভ্রাতা ডাঃ আবু তাহের সহ চৌমুহনী বাজারে উক্ত বিজ্ঞাপন ও পুস্তকগুলি বিতরণ করেন। এখানেও জনসাধারণ অত্যন্ত আগ্রহসহকারে এইগুলি নিয়েছেন এবং এভাবে জেলার সর্বত্র আরো ব্যাপকভাবে প্রচার-পত্র, বিজ্ঞাপন বিতরণ করার জন্য বার বার অনুরোধ জানিয়েছেন।

আল্লাহ্‌তায়ালা যেন এই জেলায় ইসলাম ও তৌহিদ প্রতিষ্ঠায় বিশেষ সুফলদান করেন সেজন্য সকলের নিকট দোওয়ার আবেদন জানান হচ্ছে।

তেজগাঁও মজলিসে খোদ্দামুল আহদীয়ার ৩য় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

২১ শে অক্টোবর, ১৯৭৯ইং রোজ রবিবার তেজগাঁও মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার তৃতীয় বার্ষিক ইজতেমা আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে অত্যন্ত সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। বা-জামাত ফজরের নামাযের পর দরসে কুরআন ও দরসে হাদিস-এর মাধ্যমে ইজতেমার কর্মসূচী আরম্ভ হয়। মুকাররম জনাব মোঃ খলিলুর রহমান, নায়েব সদর, বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া ইজতেমার উদ্বোধন করেন। সমস্ত দিন মজলিসের প্রায় সকল খোদ্দাম, আতফাল, আনসার, তেজগাঁও জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেব এবং বাংলাদেশ জামাতে আহ্‌মদীয়ার অন্যান্য বিশিষ্ট বুজুর্গানের উপস্থিতিতে ইজতেমার কার্যক্রম অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত বুজুর্গগণ বিভিন্ন বিষয়ে তরবীয়তী বক্তৃতা দান করেন। তন্মধ্যে জনাব মোঃ হাবিব উল্লাহ, জনাব মাজহারুল হক, জনাব আবদুল জলিল, জনাব এ কে, এম, রেজাউল করিম, জনাব আলী কাসেম খান চৌধুরী ও জনাব নায়েব সদর, বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া—খোদ্দাম ও আতফালের দায়িত্ব ও কর্তব্য, প্রচলিত খৃষ্টধর্মের অসারতা, এতায়াতে নেযাম, রসুম ও রেওয়াজ বর্জন, তালিমুল কুরআন ও ইসলামী অর্থনীতি ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ের উপর বক্তৃতা দান করেন। পরিশেষে মোহতারম জনাব নায়েব আমীর ডাঃ আবদুস সামাদ খান চৌধুরী সাহেব বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগী খোদ্দাম ও আতফালের মধ্যে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীগণের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন এবং সমাপ্তি ভাষণ দেন। অতঃপর ইজতেমায়ী দোওয়া এবং বাজামাত মাগরিব ও এশার নামাজ আদায়ের মাধ্যমে ইজতেমার কর্মসূচী সমাপ্ত হয়।

(তেজগাঁ মজলিস প্রেরিত রিপোর্ট)

প্রসঙ্গ :—

ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাব
এবং
হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর গুরুত্ব

হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ বর্ষের আগমন মুসলিম বিশ্বে আত্মচেতনার শুভ সঞ্চার ঘটাইয়াছে। আল-হামদু লিল্লাহ্।

কোন সন্দেহ নাই যে চতুর্দশ শতাব্দী ইসলামের ইতিহাসে এই হিসাবে অতি গুরুত্বপূর্ণ শতাব্দী যে, সারা মুসলিম উম্মত এই শতাব্দীর প্রারম্ভকালে হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর আবির্ভাবের জন্য অপেক্ষমান ছিল। সেই শতাব্দীর এখন শেষ পর্ব। সুতরাং উক্ত বিষয়টি বিশেষভাবে তলাইয়া দেখা সকলের একান্ত কর্তব্য।

কুরআন ও হাদিস মূলে ইহা সর্বস্বীকৃত যে, আল্লাহ্তায়ালার শ্রেষ্ঠতম রসুল খাতামান-নবীয়ীন হযরত মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহুঃ) আখেরী জামানায় ইসলামের চরম অধঃপতিত ও বিপদ-সঙ্কুল যুগে ইসলামের পুনরুজ্জীবন এবং সকল ধর্ম ও মতবাদের উপর উহার বিশ্বব্যাপী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তাঁহার অন্যতম বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক সন্তান আল্লাহ্র মনোনীত মহাপুরুষ ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর আবির্ভাব সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ সুসংবাদ রাখিয়া গিয়াছেন।

আল্লাহ্তায়ালা সুরা আল-সাফের ১ম রুকুতে বলিয়াছেন :

هو الذى ارسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله

অর্থাৎ 'আল্লাহ্তায়ালাই তাঁহার রসুলকে পূর্ণ হেদায়েত এবং সত্য দ্বীন সহকারে অপর সকল দ্বীন ও মতবাদের উপর উহাকে জয়যুক্ত করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিয়াছেন।''

উক্ত আয়াত সম্বন্ধে শিয়া ও সুন্নি উভয় সম্প্রদায়ের ইমাম ও বিশিষ্ট আলেমগণ সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকার করিয়াছেন যে, উক্ত আয়াতে ঘোষিত ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের ওয়াদা প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদীর আবির্ভাবের দ্বারা পূর্ণ হইবে।

সুতরাং ইমাম ইবনে জরীর (রঃ) উক্ত আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :

و ذالك عند نزول عيسى ابن مريم

অর্থাৎ—"সকল ধর্মের উপর ইসলামের প্রাধান্য বিস্তার প্রতিশ্রুত মসীহ ঈসা ইবনে মরিয়মের আবির্ভাবকালে সংঘটিত হইবে।'' (তফসীর ইবনে জরীর, পৃঃ ১৫৪ এবং তফসীর জামেউল বাইয়ান, পৃঃ ২৯)। তেমনিভাবে শিয়া প্রামাণিক গ্রন্থাবলীতে লিখিত আছে :

انها نزلت فى القائم من ال محمد و هو الامام الذى يظهره الله على الدين كله

অর্থাৎ—"এ আয়াত 'কায়েম আলে মুহাম্মদ' তথা মাহ্দী সম্পর্কে নাযেল হইয়াছে এবং তিনিই সেই ইমাম যাঁহাকে আল্লাহ্তায়ালা সকল ধর্মের উপর প্রাধান্য দান করিবেন।"

(বেহারুল আনওয়ার, ১৩ খণ্ড ১২ পৃঃ এবং তফসীর সাফী, কুম্মীর বরাতে)।

মুসলিম শরীফে বর্ণিত ইমাম মাহ্দীর সম্বন্ধে এক হাদিসে হযরত নবী করীম (সাঃ) ফরমাইয়াছেন :

يهلك الله فى زمنه كل الملل الا الاسلام (مسلم)

অর্থাৎ—"ইমাম মাহ্দীর সময়েই আল্লাহ্তায়ালা ইসলাম ব্যতীত সকল ধর্ম ও মতবাদকে নির্মূল করিয়া দিবেন।"

হাদিসের বিভিন্ন বর্ণনায় এই একই প্রতিশ্রুত মহাপুরুষকে কখনও মসীহ ইবনে মরিয়ম এবং কখনও আল-ইমামুল-মাহ্দী নামে আখ্যায়িত করা হইয়াছে ; বস্তুতঃ হাদিসের সুস্পষ্ট বর্ণনায় একজন ব্যক্তিরই দুইটি উপাধি বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। সুতরাং নবী করীম (সাল্লাল্লাহুঃ) বলিয়াছেন :

يوشك من عاش منكم ان يلقى ابن مريم اماما مهديا

অর্থাৎ—"তোমাদের মধ্যে যাহারা জীবিত থাকিবে তাহারা অচিরেই ইবনে মরিয়মকে ইমাম মাহ্দীরূপে পাইবে।" (মুসনদ আহমদ, ২য় খণ্ড, মিশরে মুদ্রিত, পৃঃ ৪১১)।

তেমনিভাবে ইবনে মাজা, হাকিম, কানযুল উম্মাল ও তারিখুল খুলাফা গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত এক হাদিসে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হইয়াছে যে,

و لا المهدى الا عيسى

অর্থাৎ—"ঈসা ব্যতীত অন্য কেহ মাহ্দী নাই।"

মোট কথা, মসীহ ও মাহ্দী অর্থাৎ হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) সম্বন্ধে হযরত নবী আকরাম (সাল্লাল্লাহুঃ) সুনিশ্চিত এবং সুনির্দিষ্ট সংবাদ দিয়াছেন এবং আদেশ করিয়াছেন :

فاذا رأيتموه فبايعوه و لو حبوا على الثلج فانه خليفة الله المهدى

"যখনই তোমরা তাঁহার আবির্ভাব ঘটিতে দেখিবে, তখনই তোমরা তাঁহার নিকট যাইয়া তাঁহার হস্তে বয়াত গ্রহণ করিবে, যদিও তোমাদিগকে বরফের পাহাড়ের উপর হামাগুড়ি দিয়া পৌঁছিতে হয়। নিশ্চয় তিনি আল্লাহ্র খলিফা—মাহ্দী।" (সোনান ইবনে মাজা, পৃঃ ৩১ এবং অবু দাউদ)। এবং আরও বলিয়াছেন যে,

و يؤمن به من ادركه منكم فليقرأ به منى السلام

"তোমাদের মধ্যে যে কেহ ইমাম মাহ্দীকে পাইবে, তাঁহার উপর ঈমান আনিবে এবং তাহাকে আমার সালাম বলিবে।" (কানযুল উম্মাল এবং বেহারুন আনওয়ার)

আজ হইতে নব্বই বৎসর পূর্বে হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে, ১৩০৬ সনে, হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আলাইহেস্সালাম) আল্লাহ্র প্রত্যাদেশমূলে দাবী করিয়াছিলেন যে,

তিনিই সেই প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী, এবং তিনি হযরত নবী আকরাম সল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের দেওয়া সুসংবাদ অনুযায়ী প্রতিশ্রুত নির্দিষ্ট সময়ে আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহার সম-সাময়িককালে অন্য কেহও ঐ দাবী পেশ করে নাই। তিনি বলিয়াছেন:

ওয়াক্ত্ থা ওয়াক্তে মসীহা না কিসি আওর কা ওয়াক্ত্।
ম্যাঁ না আতা তো কোই আওর হি আয়া হোতা!! (দুররে সমীন)

তাঁহার সত্যতার সপক্ষে কুরআন মজীদ, হাদিস শরীফ এবং অন্য সকল ধর্মগ্রন্থের আলোকে বিদ্যমান শত শত যুক্তি-প্রমাণ এবং একই রমজান মাসের নির্দিষ্ট তারিখদ্বয়ে চন্দ্র-গ্রহণ ও সূর্য-গ্রহণ সংঘটিত হওয়া সহ সহস্র সহস্র স্বর্গীয় নিদর্শনের মধ্যে একটি প্রকাশ্য নিদর্শন ইহাও যে, সময় ও যুগের অবস্থা তাঁহার আবির্ভাবের সত্যতা সাব্যস্ত করিয়াছে এবং প্রতি দিন উদীয়মান সূর্য এই বিষয়টিকে উজ্জ্বলতর করিয়া চলিয়াছে। আর তাঁহার আগমনে যখন একটি শতাব্দী পূর্ণ হইতে চলিয়াছে তখন ইহার উজ্জ্বলতা প্রবল শক্তিতে প্রমাণ করিতেছে যে, জগতের জন্য এই বাস্তবতাকে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিয়া লওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। পবিত্র কুরআন, হাদিস এবং অপরাপর সকল ধর্ম-গ্রন্থের সকল ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এই যুগে যে প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের আবির্ভাব নির্ধারিত ছিল, তিনি হইলেন একমাত্র হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)। নির্ধারিত সময়ে আল্লাহ্তায়ালার প্রত্যাদিষ্ট মসীহ্ ও মাহদী এবং সকল ধর্মের প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হিসাবে একমাত্র তিনিই জগতের বুকে দণ্ডায়মান এবং তাঁহার জামাত ঐশী খেলাফতের নেতৃত্বাধীনে অবিচল থাকিয়া যুক্তি-প্রমাণ ও ঐশী নিদর্শনাবলীর দ্বারা ইসলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্যের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার রাজপথে ক্রমঅগ্রসরমান।

প্রতিশ্রুত সময়: চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগ

(১) হযরত মূসা (আঃ)-এর সহিত হযরত নবী করীম (সাল্লাল্লাহুঃ)-এর সাদৃশ্য (সূরা আল-মুযাম্মিল, ১ম রুকু) এবং মুসলিম উম্মতের সংস্কারক ও খলিফাগণের পূর্ববর্তী মূসায়ী উম্মতের সংস্কারক ও খলিফাগণের সহিত সূরা নূরের নবম রুকুতে ঘোষিত সাদৃশ্যের ওয়াদা অকাট্যরূপে প্রমাণ করিতেছে যে হযরত মূসা (আঃ)-এর উম্মতে তাঁহার পরে চতুর্দশ শতাব্দীর মাথায় যেভাবে মূসায়ী উম্মতের এক ব্যক্তি—হযরত ঈসা ইস্রাইলী-মসীহ হিসাবে তওরাত-শরীয়তের পুনঃ প্রতিষ্ঠা ও ইহুদীদের সংস্কারের উদ্দেশ্যে আসিয়াছিলেন, তেমনিভাবে হযরত নবী আকরাম (সাল্লাল্লাহুঃ)-এর উম্মতে তাঁহার পর চতুর্দশ শতাব্দীর মাথায় এই উম্মতেরই এক ব্যক্তি মুহাম্মদী-মসীহ ইমাম মাহদী রূপে কুরআনী শরীয়তের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও প্রাধান্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে আগমন করিবেন। সুতরাং কুরআন করীম অনুযায়ী প্রতিশ্রুত মসীহর আগমন-কাল চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগ।

[প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে প্রায় ১৯ শত বৎসর পূর্বে ইস্রাইলী নবী হযরত ঈসা (আঃ পবিত্র কুরআন, হাদিস, ইসলামের বহু ইমামের উক্তি, বাইবেল এবং ঐতিহাসিক রেকর্ড-পত্রের অকাট্য

যুক্তি-প্রমাণের মূলে অন্যান্য সকল মানব এবং নবীগণের ন্যায় স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন—তিনি ক্রুশেও মারা যান নাই এবং আকাশেও উত্তোলিত হন নাই। (বিস্তারিত যুক্তি-প্রমাণ জানার জন্য ওফাতে ঈসা ইত্যাদি পুস্তক দ্রষ্টব্য]। পাক-ভারত উপমহাদেশ হইতে লইয়া মিশর (আজহার ইউনিভার্সিটি) এবং আফ্রিকা পর্যন্ত বিশিষ্ট আলেম ও পণ্ডিত ব্যক্তিগণ উক্ত প্রমাণিত সত্যটি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন এবং অন্যান্যরাও ক্রমশঃ স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইতেছেন। 'ঈসা ইবনে মরিয়মের আখেরী যুগে নযুল' বলিতে হযরত নবী করীম (সাল্লাল্লাহুঃ)-এর একজন পূর্ণ অনুসারী ব্যক্তির ঈসা (আঃ)-এর গুণসম্পন্ন এবং তাঁহার 'মসীল' (সদৃশ) হিসাবে আগমনকে বুঝায়। ইহাই স্বতঃসিদ্ধ, স্বীকৃত সত্য। আল্লাহতায়ালা যাহাদিগকে অন্তর্দৃষ্টি দিয়া ইহা বুঝিবার তওফিক দেন, তাহারা প্রশংসার যোগ্য।]

(২) আল্লাহ্তায়ালা সুরা সিজদার প্রথম রুকুতে বলিয়াছেন :

يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه فى يوم كان مقداره الف سنة مما تعدون ○

অর্থাৎ—"আল্লাহ আকাশ হইতে পৃথিবীর দিকে কুরআনী শরীয়তের সুপ্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিবেন। ইহার কিছু কাল পর উহা তাঁহার দিকে উঠিয়া যাইবে এক দিনে, যাহা তোমাদের গণনায় এক হাজার বৎসর।"

সহী বোখারী, মসলিম, নেসায়ী এবং মেশকাত ৫৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হাদিসে হযরত নবী করীম (সাল্লাল্লাহুঃ) বলিয়াছেন :

خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يشفو الكذب-

অর্থাৎ—"আমার শতাব্দী সর্বোৎকৃষ্ট শতাব্দী, তারপর উহার সন্নিহিতগণের শতাব্দী, তারপর উহার সন্নিহিতগণের শতাব্দী। অতঃপর মিথ্যা ছড়াইয়া পরিবে।"

উক্ত হাদীসে বর্ণিত কুরআন প্রতিষ্ঠার প্রথম উৎকৃষ্ট শতাব্দীত্রয় অতিবাহিত হইলে ثم يعرج اليه ('তারপর উহা উঠিয়া যাইতে থাকিবে')—আয়াতাংশ সম্পর্কিত এক হাজার বৎসর-কালের যুগ শুরু হয়। ইহাকে অন্যান্য হাদীসে فيه اعوج বা 'বক্র যুগ' বলিয়াও আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। সেই যুগে ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী দ্বীনে-ইসলামের সুপ্রভাব মানবহৃদয় হইতে ক্রমশঃ উঠিয়া যায় এবং ঈমান ধরা-পৃষ্ঠ হইতে সুরাইয়া নক্ষত্রে চলিয়া যায় (বুখারী শরীফ)। সুতরাং ইসলামের প্রথম উৎকৃষ্ট তিন শতাব্দীকে উল্লিখিত এক হাজার বৎসর কালের বক্র যুগের সহিত যোগ করিলে (৩০০+১০০০=১৩০০) তের শত বৎসর দাঁড়ায়। ইহাতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে চতুর্দশ শতাব্দীর মাথায় বা প্রারম্ভেই ঈমানকে পুনরায় ধরাপৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠাকারী প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাব নির্ধারিত ছিল। সুতরাং সুরা জুমার প্রথম রুকুতে و اخرين منهم لما يلحقوا بهم

(অর্থাৎ, "হযরত নবী আকরাম (সাল্লাল্লাহঃ) পরবর্তীদের মধ্যে পুনঃ আবির্ভূত হইয়া কুরআন শিক্ষা দিবেন।")—আয়াতের ব্যাখ্যা স্বয়ং নবী করীম (সাল্লাল্লাহুঃ) বুখারী শরীফে বর্ণিত হাদিসে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন :

لو كان الايمان معلقا بالثريا لنا له رجل من هؤلاء

অর্থাৎ—"পারশ্য বংশীয় এক ব্যক্তি সপ্তর্ষিমণ্ডলে চলিয়া যাওয়া ঈমান ধরা-পৃষ্ঠে নামাইয়া আনিবেন।" (বুখারী, কেতাবুত-তফসীর)।

এই মহাপুরুষের আগমনের ইঙ্গিত হাদিসে হযরত নবী করীম (সাল্লাল্লাহুঃ) সুরা জুমার ১ম রুকুতে বর্ণিত তাঁহার 'দ্বিতীয় আগমন' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন এবং অপরাপর হাদিসে তাহাকে ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, যাহার আবির্ভাবের নির্দিষ্ট যুগ উল্লেখিত কুরআনী যুক্তি-প্রমাণে চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগ বা প্রারম্ভ কাল বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে।

হাদিসের আলোকে প্রতিশ্রুত সময়

হিজরী সনের বারটি শতাব্দী অতিক্রম করিলে মুসলিম উম্মত পবিত্র কুরআন ও হদিস এবং উম্মতের বিশিষ্ট অলী ও বুজুর্গানের উক্তি ও অভিমতের মূলে প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাবের জন্য অধীরচিত্তে অপেক্ষমান ছিল এবং যতই সময় পার হইতেছিল, ততই সেই প্রতীক্ষা তীব্র হইয়া উঠিতেছিল। কেননা ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আগমন সম্পর্কে কুরআন শরীফের তফসীর, হাদীস গ্রন্থাবলী এবং আকায়েদ ও ফেকাহ্ সংক্রান্ত ইমাম ও বুজুর্গাণের গ্রন্থাবলীতে যে নির্দিষ্ট যুগ ও সময়ের পরিচয় দেওয়া হইয়াছিল তাহা ঘনাইয়া আসিয়াছিল।

(১) মেশকাত শরীফে হাদিস বর্ণিত হইয়াছে :

عن قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايات بعد المائتين

অর্থাৎ আবু কাতাদা বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত রসুল করীম (সাল্লাল্লাহুঃ) বলিয়াছেন, "ইমাম মাহদী সংক্রান্ত লক্ষণাবলী 'দুইশত বৎসর' পরে দেখা দিবে।"

উক্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় প্রখ্যাত আহ্লে-সুন্নত ইমাম হযরত মুল্লা আলী কারী (রহঃ) বলিয়াছেন :

و يحتمل ان يكون اللام فى المائتين بعد الالف و هو الوقت لظهور المهدى

অর্থাৎ—"মাহ্দী সম্পর্কিত লক্ষণসমূহ দুই শত বৎসর পর প্রকাশিত হইবে"—হাদিসটির অর্থ এই বুঝায় যে, নবী করীম (সাঃ)-এর হিজরতের এক হাজার বৎসর অতিক্রম হওয়ার পর আরও দুইশত বৎসর অতিবাহিত হইবে অর্থাৎ বার শত বৎসর পর নির্দিষ্ট লক্ষণ সমূহ প্রকাশ হইবে এবং উহাই ইমাম মাহ্দীর যাহির হওয়ার সময়।"

[মেরকাত, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৮৫ এবং মিশকাত, পৃঃ ২৭১]

(২) হযরত নবী করীম (সাল্লাল্লাহুঃ)-এর আর একটি হাদিস ছিল যাহা 'আন-নাজমুস-সাকেব' গ্রন্থে আল্লামা আব্দুল গফুর (রহঃ) লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :

عن حذيفة ابن يمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اذا مضت الف و مائتان و اربعون سنة يبعث الله المهدى"

অর্থাৎ—হযরত হুজায়ফা বিন ইয়ামান হইতে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহুঃ) বলিয়াছেন যে, "যখন ১২৪০ বৎসর (বাদ হিজরত) অতিক্রান্ত হইবে, তখন আল্লাহ্‌তায়ালা ইমাম মাহদীকে পাঠাইবেন।" (আন-নাজমুস সাকেব, ২য় খণ্ড, ২০৯ পৃঃ)

(৩) উম্মতে মুজাদ্দিদগণের আগমন সংক্রান্ত হাদিসে হযরত নবী আকরাম (সাল্লাল্লাহুঃ) বলিয়াছেন যে প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে আল্লাহতায়ালা এই উম্মতের মধ্যে তাহাদের ধর্মের গ্লানী দূর করার উদ্দেশ্যে মুজাদ্দিদগণকে পাঠাইতে থাকিবেন।"

(আবু দাউদ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১২)

(৪) হিজরী ১২৯১ সালে প্রকাশিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'হুজাজুল কেরামাহ্'-য় তের শতাব্দী ব্যাপী আগত মুজাদ্দিদগণের একটি তালিকা প্রদানের পর লিপিবদ্ধ আছে যে,

و بر سر مائة چهاردهم که ده سال کامل ازان باقی است اگر ظهور مهدی علیه السلام و نزول عیسی صورت گرفت پس ایشان مجدد و مجتهد باشند

অর্থাৎ—"চতুর্দশ শতাব্দী আরম্ভ হওয়ার পথে পূর্ণ দশ বৎসর কাল অবশিষ্ট আছে। যদি মাহ্‌দী ও প্রতিশ্রুত মসীহ ইতিমধ্যে যাহির হন, তাহা হইলে তিনি চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদও হইবেন।" (হুজাজুল কেরামাহ্ পৃঃ ১৩৯)

চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ এবং ইমাম মাহদী হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) বলেন : "মুসলমানগণের মধ্যে এক হাজারেরও অধিক সংখ্যক সাহেবে-কাশ্‌ফ বুজর্গান তাঁহাদের কাশফ ও দিব্যজ্ঞানের মূলে এবং খোদাতায়ালার কালামের দ্বারা বিচার-বিশ্লেষণ পূর্বক সর্ববাদিসম্মতক্রমে বলিয়া গিয়াছেন যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্‌ ও মাহ্‌দীর আবির্ভাব চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগকে কখনও এবং কোন অবস্থাতেই অতিক্রম করিবে না। আহলে-কাশফ (দিব্যজ্ঞানের অধিকারী) ওলি-আল্লাগণের এরূপ এক বিপুল সংখ্যক দল, যাঁহাদের মধ্যে পূর্ববর্তীগণ ও পরবর্তীগণও শামিল —তাঁহারা সকলেই কি মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হইতে পারেন? তাহাদের সকল বিচার-বিশ্লেষণ কি মিথ্যা সাব্যস্ত হইতে পারে? তাহা কখনও সম্ভব নয়।"

(তোহ্‌ফায়ে গোলড়াভিয়া, পৃঃ ১৩৪)

(ক্রমশঃ)

—মোঃ আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ,
সদর মুরুব্বী।

আমাদের প্রাণপ্রিয় কিব্‌লা
খানা-এ-কাবা
অবরোধের জঘন্য অপপ্রয়াস

বিগত ২১শে নভেম্বর সৌদী আরবের রিয়াদ হইতে এক হৃদয় বিদারক সংবাদ পরিবেশিত হইয়াছে। প্রকাশ, ২০শে নভেম্বর মঙ্গলবার যজরে এক দল সশস্ত্র ধর্মদ্রোহী ব্যক্তি পবিত্র খানা-এ-কাবা ও তৎসংলগ্ন মসজিদে অবস্থানরত মুসল্লী ও হাজীদের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায় ও মসজিদুল হারম অবরোধ করে। এই অবাঞ্ছিত খবরে দুনিয়ার প্রতিটি মুসলমান বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। খবরে বলা হইয়াছে যে, 'সশস্ত্র ব্যক্তিরা তাহাদের একজন সদস্যকে প্রতিশ্রুত মাহদী (মসিহ) বলিয়া দাবী করে ও উপস্থিত মুসল্লীদেরকে তাহার হাতে বয়াত গ্রহণ করার জন্য চাপ দেয়। ২৩শে তারিখে শুক্রবারে মসজিদুল হারমে জুম'য়ার নামায অনুষ্ঠিত হইতে পারে নাই। ঐ দিন জুমা'র খোৎবা প্রচারিত হয় মদিনায় মসজিদুন নববী হইতে। ঐ মর্মান্তিক ঘটনার পর হইতে প্রতি দিনই এ সম্পর্কে নানান সংবাদ পরিবেশিত হইতেছে। সৌদী সেনাবাহিনীর সঙ্গে বিদ্রোহী হামলাকারীদের কড়া লড়াই হইয়াছে বলিয়া খবরে প্রকাশ। সৌদী সরকার বার বার দাবী করিয়াছে যে পবিত্র মসজিদুল হারমের অবরোধের অবসান ঘটিয়াছে। বিপথগামীদেরকে হত্যা বা পরাস্ত কর হইয়াছে। কিন্তু, অবস্থা দৃষ্টে মনে হইতেছে এখনও কিছু কিছু দুষ্কৃতিকারী মসজিদুল হারমের নীচের তলায় বা অন্যত্র আত্মগোপন করিয়া আছে। কিছু মুসল্লীও সম্ভবতঃ জিম্মী হিসাবে তাহাদের সঙ্গে বন্দী আছে। পবিত্র খানা-এ-কাবায় হামলা চালানোর প্রচেষ্টাকারী নাপাক লোকগুলির সঠিক বিস্তারিত পরিচয় এখনও অস্পষ্ট। এ সম্পর্কে এখনও নানা ধরনের খবর আসিতেছে।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় আনসারুল্লাহ ও খোদ্দামুল আহমদীয়ার বার্ষিক ইজতেমা

মজলিস আনসারুল্লাহ্ ও মজলিস খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার কুমিল্লা ও সিলেট জিলার আঞ্চলিক বার্ষিক ইজতেমা পৃথকভাবে যথাক্রমে ১লা ও ২রা ডিসেম্বর ১৯৭৯ইং (মোতাবেক ১৪ই ১৫ই অগ্রহায়ন ১৩৮৬ বাংলা) ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় মসজিদে মোবারক প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হইবে।উভয় জিলার সকল জামাতের জন্য ইজতেমাদ্বয় সাফল্যজনক ও বা-বরকত হউক। আমীন।

প্রফেসার আব্দুস সালাম অভিনন্দিত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

প্রফেসার আব্দুস সালামের নোবেল পুরস্কার বিজয়ে উত্তর অমেরিকার মুসলমানদের আনন্দ প্রকাশ

'ইহা এই শতাব্দীর মহান কীর্তি"

"পাকিস্তান টাইমস"-এ একজন আমেরিকান ক্বারীর পত্র প্রকাশ

"পাকিস্তানী বৈজ্ঞানীক ডক্টর আব্দুস সালামের নোবেল পুরস্কার বিজয়ের সংবাদ আমরা উত্তর আমেরিকার মুসলমানগণ চরম গর্ব ও আনন্দ-উচ্ছাসের মধ্য দিয়া শ্রবণ করিয়াছি। আমেরিকান পত্রিকাসমূহ তাঁহার কীর্তিকে বর্তমান শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক সাফল্য সমূহের অন্যতম মহান সাফল্য হিসাবে চিহ্নিত করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দ জ্ঞাপন করিয়াছে।

—কামেল মুস্তফা

এসিসটেন্ট প্রফেসার, নিউ ইয়ার্ক মেডিক্যাল

(পাকিস্তান টাইমস, ৬ই নভেম্বর ১৯৭৯ইং পৃঃ ৪)

(ক্রমশঃ)

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার

৫৭ তম

সালানা জলসা

তারিখ : ১৫, ১৬ ও ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮০ ইং

রোজ : শুক্র, শনি ও রবিবার

স্থান : ৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা

বাংলাদেশ জামাত আহ্‌মদীয়ার ৫৭তম বার্ষিক জলসা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর অনুমোদনক্রমে ১৫, ১৬ ও ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮০ইং তারিখে ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকায় দারুত তবলীগ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হইবে, ইনশাআল্লাহ্‌।

জলসার সর্বিক কামিয়াবীর জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নী খাসভাবে দোওয়া করিবেন। জলসার চাঁদার জন্য প্রত্যেক জামাত ও ব্যক্তি বিশেষের নিকট কেন্দ্রীয় জলসা কমিটির পক্ষ হইতে পত্র দেওয়া হইতেছে। তদনুযায়ী প্রত্যেক জামাত এবং ভ্রাতা ও ভগ্নী স্ব স্ব ধার্যকৃত চাঁদা সত্বর কেন্দ্রে প্রেরণ করিয়া আল্লাহ্‌তায়ালার অশেষ রহমত ও বরকতের উত্তরাধিকারী হউন। আমীন।

আহমদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

হযরত ইমাম মাহদ মসীহ মাওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত

বয়াত (দীক্ষা) গ্রহণের দশ শর্ত

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

(১) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক (খোদাতায়ালার অংশীবাদীতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা, পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে; সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে এবং অতিপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গাঞ্ছনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফয়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে, এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ ও রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বোতভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহ্‌তায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

(১০) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ মাওউদ আলাইহিস্ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ট হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না। (এশতেহার তকমীলে তবলীগ, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ইং)

আহ্‌মদীয়া জামাতের

ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন ঃ

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সত্যতা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাযেবীনাল মুফতারিযীন"

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮-৮৭)

Published & Printed by Md F. K Mollah, at Ahmadiyya Art Press, for the proprietors, Bangladesh Anjuman e Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca -1.
Phone No. 283635
Editor : A H. Mukammad Ali Anwor